ইসলামি আকিদা ও মানবপ্রকৃতি

﴿ العقيدة الإسلامية والفطرة الإنسانية ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

: ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ العقيدة الإسلامية والفطرة الإنسانية ﴾

« باللغة البنغالية »

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

ইসলামি আকিদা ও মানবপ্রকৃতি:

প্রবন্ধের সূচনায় কয়েকটি বিষয় খুব গভীর যত্নসহকারে আলোচনার দাবি রাখে। যথা : ১. মানব। ২. প্রকৃতি। ৩. মানব প্রকৃতি। ৪. ইসলাম। ৫. আকিদা। ৬. ইসলামি আকিদা। ১. মানব বা মানুষ : দুটি জিনিসের সমন্বিত বস্তুর নাম। এক : শরীর, অবয়ব, বা কায়া। দুই : আত্মা। অর্থাৎ দেহে ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্ত্বা বা প্রাণ। উভয়টির সমন্বয়ে মানুষ বা মানব।
শরীরের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি : প্রত্যক্ষ যেমন প্রথম মানব আদম আ.।[১] পরোক্ষ যেমন আমরা। অর্থাৎ আদম পরবর্তী প্রজন্ম মাটি হতে উৎপাদিত খাদ্য, পানীয় হতে তৈরী বীর্জ দ্বারা সৃষ্ট।[২] মাটির এ সারাংশ হতেই মানুষ সৃষ্টির সূচনা; অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রথমে সে শুক্র বিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপিত হয়; এরপর জমাট রক্ত; জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করা হয়; মাংসপিন্ড থেকে অস্থি অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করা হয়; অবশেষে এক নতুন আকৃতি ধারণ করে।[৩]
রূহ আলমে আরওয়াহ হতে আগত আল্লাহ তাআলার সরাসরি নিদের্শ।[৪] শরীরের যেমন খাদ্য-পানীয়র প্রয়োজন, তদ্রুপ আত্মারও খাদ্য-পানীয়র প্রেয়োজন। তবে উভয়ের পানাহার ও জীবিকা নির্বাহ আলাদা ও স্বতন্ত্র। শরীর বা দেহের উৎস মাটি, তাই মাটিতেই এর জীবন উপকরণ ও জীবন ধারনের সমস্ত আয়োজন।
মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا ٢٥ ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا ٢٦ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧ وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨ وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠ وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١ مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢ ﴾ عبس: ٢٤ - ٣٢

“মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি কি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তোমাদের এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জী, যয়তুন, খর্জুর এবং ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস ।” (সূরা আবাসা : ২৪-৩২)
আর “এ মাটিতেই রয়েছে চতুষ্পদ জন্তু : যা আমাদের বিত্ত বৈভবের আলামত, শীত বস্ত্রের উপকরণ এবং কিছু আহার্যে ব্যবহৃত খাদ্য, এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজে মালামাল স্থানান্তর করি, আরো আছে এতে আভিজাত্য, সৌন্দর্য, শোভা ও আরোহণের ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা।”[৫]
রূহ ঊর্ধ্ব জগত হতে আগত ঊর্ধ্ব জগতেই তার আহার্য। নবী-রাসূলগণ সেখান থেকেই তার আহার্য নিয়ে এসেছেন।
আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

[১] এরশাদ হচ্ছে- আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। সূরায়ে হিজর : ২৬, অন্যত্র বলেন- তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। সূরা আর-রহমান : (১৪)

[২] এরশাদ হচ্ছে- অতএব মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু হতে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। সূরা তারেক : (৫-৬)

[৩] এরশাদ হচ্ছে- আমি মানুষকে মাটির সারাংশ হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি তাকে এক শুক্র বিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি, এরপর আমি শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। আল্লাহ অনেক কল্যাণময় নিপুনতম সৃষ্টিকর্তা। সূরা মুমেনুন : (১২-১৪)

[৪] (এরশাদ হচ্ছে- আর তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, ‘রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে’। বনী ইসরাঈল : ৮৫)

[৫] এরশাদ হচ্ছে- “আল্লাহ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, এতে তোমাদের শীত বস্ত্রের উপকরণসহ আরো অনেক উপকার রয়েছে। এবং এর কতককে তোমরা আহার্যে ব্যবহার কর। এবং এ গুলো তোমাদের বিত্ত বৈভবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কারকও। যে সৌন্দর্য তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় উপলব্দি কর, যখন চারণভুমি হতে এগুলো বাড়ি নিয়ে আস, এবং যখন চারণভুমিতে নিয়ে যাও। এরা তোমাদের বোঝা খুব সহজে এমন শহর পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রভু পরম দয়ালু, অসীম মেহেরবান। তোমাদের আভিজাত্য, সৌন্দর্য, শোভা ও আরোহণের জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা সৃষ্টি করেছেন। আরো এমন কিছু সৃষ্টি করছেন ও করবেন; যা তোমরা জান না। সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত নিয়ে যায়, তবে বক্র পথও অনেক আছে। আল্লাহ ইচ্ছে করলে সকলকে জোরপূর্বক সরল পথে পরিচালিত করতেন। (কিন্তু না, তিনি প্রকৃতি, বিবেচনা ও বিবেকের উপর সোপর্দ করেছেন।) নাহাল : ৫-৯)

﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ۝٢٨﴾ الرعد: ٢٨

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ ও জিকিরের মাধ্যমে অন্তরাত্মা প্রশান্ত।" (সূরা রাদ : ২৮)
অর্থাৎ প্রকৃতিলব্ধ পরিচ্ছন্ন ও সচ্ছ জ্ঞান। তবে জ্ঞানার্জন ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা, সামর্থহীনতা ও জ্ঞানের সল্পতার দরূন, একটি পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ ধাঁধাচ্ছন্ন হয়ে যায়, পৌছেও পৌছতে পারে না। প্রয়োজন হয় ঐশী বাণীর। শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিদ তথা প্রকৃতি স্রষ্টার সরাসরি সর্মথন ও নিদের্শপ্রাপ্ত দূত তথা নবী ও রাসূলগণের। এদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত, যথাযথ জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়। তা-ই ওহী বা কোরআন রূহের আহার্য।[৬] মুদ্দাকথা : শরীর মাটির তৈরী মাটিতেই তার খাদ্য। রূহ উর্ধ্বজগত হতে আগত উর্ধ্বজগতেই তার আহার্য।

রূহ ও শরীরের মধ্যে মূল হচ্ছে রূহ। এ জন্যই প্রবাদ-প্রবচনে 'পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা' ইত্যাদি বলা হয়। শীররের সাথে ভাল-মন্দ সম্পৃক্ত করা হয় না, যদিও ভাল-মন্দ দু-ই সম্পন্ন হয় শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে। হাদিসেও এ বিষয়টিকে সমর্থন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শরীরের অভ্যন্তরে গোস্তের একটি টুকরা আছে, সে যদি সুস্থ্য ও সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, পুরা শরীরই সুস্থ্য ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। আর সে অসুস্থ্য ও রুগ্ন হলে, পুরা শরীরই অসুস্থ্য ও রুগ্ন হয়ে যায়। জেনে রাখ, তার নাম-ই কলব।"[৭] রূহ ও আত্মার সমন্বয়ে-ই একজন সক্রিয় ও জীবন্তমানুষ।[৮] একটি ব্যতীত অপরটি নিথর, মৃতদেহ কিংবা স্রেফ অস্পৃশ্য একটি প্রাণ।[৯]

২. প্রকৃতি : আল্লাহ কর্তৃক ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের নির্মাণ কৌশল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত জড়জগৎ, উদ্ভিত জগৎ ও প্রাণী জগতের নিরন্তর চলমানতার স্বাভাবিকতা ও চলমানতা-ই প্রকৃতি। আমাদের উপরোস্থিত সুনিপুণ ও সুশোভিত আকাশ; তাতে নেই কোনো ত্রুটি, নেই কোনো ছিদ্র। আমাদের পদতলে বিস্তৃত ভুমি; এতে স্থাপিত হয়েছে পর্বতমালার ভার, এতেই উদ্গত হয় সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিত। এ সবই আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি; অনুরাগী ও কৃতজ্ঞ বান্দার জ্ঞান আহরণ ও আল্লাহকে স্মরণ করার মত ধ্রুব উপজীব্য।[১০] প্রভাত রশ্মি[১১] ভূ-মণ্ডলের বিভিন্ন শষ্যক্ষেত্র : যা পরস্পর মিলিত ও সংলগ্ন; আরো আছে আঙ্গুরের বাগান, শষ্য ও খর্জুর- পরস্পর মিলিত ও বিচ্ছিন্ন উভয় প্রকার। যা একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। তার পরেও একটি অপরটির চাইতে উৎকৃষ্ট, স্বাদে ভিন্ন। এসবই প্রকৃতি, স্বীয় স্রষ্টার নিদর্শন।[১২] আরো আছে আলোকময় উজ্জ্বল সূর্য, স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী চন্দ্র। যা নির্ধারিত ও সুর্নিদিষ্ট কক্ষপথসমূহে ঘুর্ণয়মান। এর দ্বারা আমরা নির্ণয় করি বছরের হিসাব, মাসের সংখ্যা। অযথা সৃষ্ট করা হয়নি এ প্রকৃতি, এতে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য, বাস্ত

---

[৬] পবিত্র কোরআনে আছে- "তিনিই মূর্খদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনায়, আত্মশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়।" সূরা জুমুআ : (২)

[৭] হাদিস : বুখারি : (৫২), মুসলিম : (১৫৯৯), তিরমিজি : (১২০৫), নাসায়ী : (৪৪৫৩), আবু দাউদ : (৩৩২৯), ইবনে মাজাহ : (৩৯৮৪), আহমদ : (৪/২৭০), দারামী : (২৫৩১)

[৮] এরশাদ হচ্ছে- আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'।'অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও'। (সূরা হিজর : ২৮-২৯)

[৯] এরশাদ হচ্ছে- আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল কওমের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা জুমার : ৪২)

[১০] এরশাদ হচ্ছে,তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন ফাটল নেই। আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে। (সূরা ক্বাফ : ৬- ৮)

[১১] এরশাদ হচ্ছে- আল্লাহ প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। (আনআম : ৯৬)

[১২] এরশাদ হচ্ছে- আর যমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ কওমের জন্য যারা বুঝে। (রাদ : ৪)

বতার চাহিদা ও মানব প্রয়োজন।[১৩] এ হল এককভাবে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট প্রকৃতি। একমাত্র মানব ও মানুষের জন্যই।[১৪] ভাগ্যবান ও সফলকাম সে ব্যক্তি যে প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করে এর থেকে জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট হয়।

৩. মানবপ্রকৃতি : মানবস্বভাব ও মানবপ্রকৃতি; শিক্ষালাভ করা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা; এক কথায় সে অনুসন্ধিৎসু। কারণ, মায়ের উদর থেকেই সে মূর্খ ও অজ্ঞ। সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, দোস্ত-দুশমন, রাত-দিন সবই তার কাছে অজানা ও অস্পষ্ট। নাক, কান, চোখ, চর্ম, জিহবা তথা পঞ্চ ইন্দ্রীয়র মাধ্যমে আস্তে আস্তে শিখে : মায়ের ভাষা শিখে, বাবার পেশা শিখে, শিখে শিল্প, বিদ্যা অর্জন করে, পরিচিত হয় সংস্কৃতির সাথে। পুরা জীবনটাই তার শিখা, অভিজ্ঞতা অর্জন করা আর পার্থিব জীবনে বাস্তবায়ন করা। এটাই তার প্রকৃতি, অন্যথায় সে মূর্খ, অজ্ঞ।[১৫] এখান থেকেই জন্ম হয় তার আকিদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস। জার্মানি এক জীববিজ্ঞানী তো বলেই ফেলেছেন : "প্রকৃতিই মানুষের ধর্মীয় আকিদার জনক। মানুষ আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, চার দিগন্ত দেখে প্রভাবিত হয়, উপলব্ধি করে, সে এক মহাশক্তি বেষ্টিত; যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দৃশ্যমান দিগন্ত ও দিগন্তের বাইরে অদৃশ্য যাবত কিছু। কে এগুলো সৃষ্টি করেছে ? কোথায় তার সূচনা ? আছে কি তার অন্ত ? ভাবতে ভাবতে সহসা মস্তক অবনত হয়ে আসে মহান সত্ত্বার পানে, পবিত্রতা ঘোষণা করে তার, মনুষ্য সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে জ্ঞান করে তাকে। কারণ, সে-ই উপযুক্ত, সে-ই পারে মানুষের অসাধ্য সাধন করতে।"

কেউ কেউ এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ, একটি জিনিস বার বার দেখার ফলে স্বাভাবিক ও নিরাকর্ষণ হয়ে পড়ে, কৌতুহল বিরাজমান থাকে-না তার ভেতর।

ফলে প্রকৃতি গবেষকদের আরেকটি দল বলেন : "আকস্মিক ভীতিপ্রদ ও অস্বাভাবিক কিছুই মানুষের ভেতর আকিদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের জনক। যেমন বিজলি, মেঘের গর্জন, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, তুফান ও ভূমিকম্প ইত্যাদি। ঘন্টার আওয়াজ যেরূপ তন্মায় কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগিয়ে তুলে, তদ্রুপ এগুলো মানুষের ভেতর অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয়, দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কৌতুহলি হয়ে উঠে সে ! কে এর সৃষ্টিকর্তা ? কোথায় এর উৎস ? কিভাবে তার অন্ত ? বাহ্যিক কোনো কারণ-ই খোঁজে পায়-না সে; বাধ্য হয় অজানা এক মহা শক্তির সামনে অবনত মস্তক হতে। এভাবেই মানবপ্রকৃতিতে বিশ্বাসের সৃষ্টি, ধর্মীয় আকিদার জন্ম। জনৈক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের মত এটি।"

কিন্তু ফ্রন্সের এক বিজ্ঞানী বলেন : "শুধু ভয়ের বস্তু দেখলেই যথেষ্ট নয়। এর দ্বারা শুধু নৈরাশ্য ও আতঙ্কের জন্ম হয়, ইন্দ্রীয় শক্তি লোপ পায়। সুতরাং এমন এক অনুভুতির প্রয়োজন, যার ফলে এ ভয়ের বিপরীতে সৃষ্টি হয় আশা ও সম্ভাবনার। যে তাকে আশা-ভয়, সম্ভাবনা ও হতাশার টানাপড়েনে অবনত মস্তক করে দিবে মহান সত্তার পানে। এটাই ধর্ম, দ্বীনের বাস্তব আকৃতি।"[১৬]

পবিত্র কোরআনও অনুরূপভাবে মানবপ্রকৃতিকে আকিদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস আহরণের দীক্ষা দিয়েছে। তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের উপর জোরপূর্বক কোন আকিদা চাপিয়ে দেয়নি, মুক্ত চিন্তার সুযোগ দিয়েছে। বরং যারা চিন্তা করে না, গবেষনা করে-না প্রকৃতি নিয়ে, তাদের তিরস্কার করেছে, ধিক্কার জানিয়েছে তাদের মনুষ্য আকৃতিকে, অনুভূতি ও চেতনা বোধকে।[১৭] ইরশাদ হচ্ছে : "তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? আকাশের পানে তাকায় না, কিভাবে তা উচ্চ

---

[১৩] এরশাদ হচ্ছে- তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। (ইউনুস : ৫)

[১৪] এরশাদ হচ্ছে- "তিনিই একমাত্র তোমাদের জন্য এ দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" বাকারা : (২৯)

[১৫] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের উদর হতে বের করেছেন মূর্খ, তোমরা কিছুই জানতে না। কিন্তু তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু, অন্তর দিয়েছেন (যাতে তোমরা জ্ঞান অর্জন কর, নিজের অক্ষমতা, প্রাক মূর্খতার স্মরণ করত শুকরিয়া আদায় কর, কিন্তু না) তোমরা খুব কম শুকরিয়া আদায় কর, খুব সামান্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" নাহাল : ৭৮

[১৬] ড. আব্দুল্লাহ দারাজ লিখিত 'আদ্দীন' পৃঃ (১১৪)

[১৭] এরশাদ হচ্ছে- "তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা তারা গবেষণা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা তারা দেখে না, তাদের কানও রয়েছে, তার দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চেয়েও অধম, নিকৃষ্টতর। তারাই গাফেল - চেতনাহীন।" আরাফ : (১৭৯)

করা হয়েছে ? দেখে না পাহাড়ের দিকে, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে ? দৃষ্টি বুলায় না পৃথিবীর বুকে, কিভাবে তা সমতল বিছানো হয়েছে ?" সূরা গাশিয়াহ : (১৭-২০), এ হচ্ছে ইসলামিআকিদা : যা স্বাধীন মানবপ্রকৃতির অনুকূল ও স্বভাবজাত, তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

৪. ইসলাম : মৌলিক কয়েকটি বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করা :

ক. আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তথা ইবাদাতের উপযুক্ত কোনো সত্ত্বা নেই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধান দাতা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। খ. নামাজ কায়েম করা। গ. জাকাত প্রদান করা। ঘ. রমজান মাসে রোজা রাখা। ঙ. সামর্থ থাকলে হজ করা।"[১৮]

৫. আকিদা : মানুষ যে বিশ্বাস লালন করে এবং যার দ্বারা সে পরিচালিত হয়, তাই আকিদা।

আকিদার সূচনা : "বিশ্বজগতে ও তাদের নিজদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে এ বিশ্বাস ও আকিদা সুস্পষ্ট হয় যে, এ কোরআন সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?" সূরা হা-মীম সাজদাহ : (৫৩) মূলত পার্থিব জগত, এর চাহিদা ও প্রয়োজন-ই মানুষের ভেতর আকিদার জনক। প্রতিদিন সে নিজস্ব কর্ম ও কর্তব্য সাধনে আকিদার সম্মুখিন হয়। তার সমস্ত চেষ্টা, সকল সাধনা, সমূহ অভিপ্রায় উন্মুখ থাকে এক অদৃশ্য সত্তার কৃপার তরে। তার নিকট-ই সে স্বীয় কর্মের প্রতিদান কামনা করে। যেমন ব্যবসায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের জন্য, অসুস্থ ব্যক্তি সিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতার জন্য, কৃষক বীজ বপন করে ফসলের জন্য এক অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি ভরসা করে। তদরূপ সকল মুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল ব্যক্তি-ই আশা-ভরসার জন্য এক অদৃশ্য সত্তা তথা আল্লাহর অনুগ্রহে বিশ্বাসী। কারণ, যা সে কামনা করে তা অর্জন করতে পারে না, আবার যার থেকে পলায়ন করে সেই তাকে আক্রমণ করে।[১৯]

মানুষের অক্ষমতার আরো উদাহরণ, মানুষ শান্তি, নিরাপদ ও পরস্পর মিল মহব্বতে বাস করতে চাইলেও পারে না, পাহাড় সম বাধা আর সমুদ্রের সাড়ি সাড়ি ঢেউয়ের ন্যায় জটিলতা এসে হাজির হয়।[২০] মানুষের সবচে' বড় অক্ষমতার প্রমাণ স্বীয় মন ও সত্ত্বার সাথে বৈরীতা।[২১] তবে আল্লাহ মোমেনদের উপর খাস রহমত তথা শান্তি অবর্তীণ করেন।[২২] এ সব ব্যাপার ও বিষয়বস্তু মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সাধ্যের অতীত, আর এখানেই আল্লাহর পরিচয়। ফলে স্বভাবত মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এটা-ই তার প্রকৃতগত ও স্বভাবসিদ্ধ।

নৃবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিদ্যা প্রমাণ করেছে, মানুষের জ্ঞান; আংশিক, সামান্য, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। তার জ্ঞান কষ্টার্জিত, অভিজ্ঞতা লব্ধ। পূর্বে ছিল না, হালেও অনিশ্চিত, আজীবনও বিদ্যমান থাকবে না। যে কোন দুর্ঘটনা ও বিপদে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া স্বাবাভিক। যেমন পঞ্চইন্দ্রীয়ের বিকলত্ব, স্মৃতি শক্তির লোপ, দূরত্ব ও সীমাবদ্ধতায় আংশিক কিংবা পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে অক্ষমতা। দূরের জিনিস দেখা যায় না, দূরের শব্দ শুনা যায় না। আবার সামনে কিংবা শরীরযুক্ত না-হলেও দেখা যায় না। শরীর ও আকৃতির কৃপায় সামান্য জ্ঞান লাভ করা যায় মাত্র।[২৩]

[১৮] (মুসলিম)

[১৯] পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- "মানুষ যা চায়, তা-কি সে পায় ? (না-পায় না; জেনে রাখ) পূর্বাপর সমস্ত মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।" নাজম : ২৪-২৫।

[২০] এরশাদ হচ্ছে- "তোমরা আল্লাহর নেয়ামত রাজির কথা স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু; আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহকে মিলিয়ে দিয়েছেন।" আলে ইমরান:১০৩।

[২১] এরশাদ হচ্ছে- "জেনে রাখ, আল্লাহ বান্দা ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্দক সেজে যান।" আনফাল ২৪।

[২২] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ স্বীয় রাসূল সা.-ও মোমেনদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করেছেন।" তওবা: ২৬।

[২৩] الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص:١٢-١٣ الطبع:لاهور، باكستان ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. { আল-ইসলাম ওয়াল আদইয়ান: দেরাসাহ মুকারানা: ৪৮, ড. মুস্তাফা হিলমি,}

মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা :

আকিদা ও তার সূচনা নিয়ে দীর্ঘ গবেষণায় প্রতিয়মান; তওহিদ তথা একত্ববাদের আকিদাই মানব প্রকৃতির সর্ব প্রথম আকিদা, পরবর্তীতে শিরকের জন্ম হয়। এ জগতে সর্ব প্রথম বসবাসকারী মানব আদম আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী।[২৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা সকলে আদম হতে, আর আদম মাটি হতে।”[২৫]

আল্লাহ তখনই নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যখন মানব সমাজে বিচ্যুতি ঘটেছে, নৈতিক পতন এসেছে, যখন তারা নিজদের সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও পূজাঁ-অর্চনায় মগ্ন হয়েছে। যেমন, সূর্যের ইবাদত, কারণ, সে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে সর্বদা উদিত হয়, এর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। এখনো পর্যন্ত জাপানীদের কাছে ‘মিকাদু’ সম্মানের পাত্র। তাদের বিশ্বাস, সে ‘সূর্য নামে’র প্রভুর প্রতিকৃতি। তদ্রুপ আসমান : কারণ সে চন্দ্র, সূর্য ও তারকা অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে, সেখান থেকে বারিবর্ষণ হয়। অনুরূপ জমিন : কারণ, সে শষ্যাদি উৎপন্ন করে, মানুষ তার বুকেই বাস করে।[২৬]

তদ্রুপ মানুষ এক সময় পিতার উপাসনা করেছে : কারণ, সে দুনিয়ায় আসার মাধ্যম, শক্তির আধার। আরেকটু অগ্রসর হয়ে গোত্রপতির উপাসনা শুরু করেছে। কারণ, সে সমাজপতি, তার ক্ষমতাই বেশী, তার শক্তিই প্রবল। যেমন, আদি মিসর বাসীরা ফেরআউনের ইবাদত করেছে।[২৭] বর্তমান যুগেও জাপানের রাজা তার সম্প্রদায়ের বৃহৎ সংখ্যার উপাস্য।[২৮]

আকিদার ধারক :

নাজমুদ্দিন বাগদাদি বলেন : জগৎ তিন প্রকার : ১. শুধু জ্ঞান ও বোধশক্তি সম্পন্ন জগৎ; যেমন ফেরেশতা। ২. শুধু প্রবৃত্তি ও কামুকতা সম্পন্ন জগৎ; যেমন পশু ও চতুষ্পদ প্রাণী। ৩. উভয়ের সমন্বয় তথা বোধশক্তি ও প্রবৃত্তি সম্পন্ন জগৎ; যেমন মানব ও জ্বীন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জগতের স্বীয় স্বার্থ ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন ত্যাগ, কুরবানি ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। তারা নিজস্ব সিদ্ধান্ত, কর্তব্য ও চাহিদা মেটাতে কিংকর্তব্য বিমূঢ় কিংবা দোদুল্যমন হয় না। শারীরিক চাহিদা পূরণে কোথাও বিবেক বাধা দেয় না। আবার বিবেকের কর্তব্য সাধনে শারীরিক প্রয়োজন পিছুটান দেয় না। কারণ, প্রথম শ্রেণীভুক্ত জগতের ভেতর জ্ঞান ও বোধের সাথে বিরোধ সাধে এমন কোন প্রবৃত্তি নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জগতের ভেতর প্রবৃত্তির সাথে বাধসাধে এমন কোন অনুভূতি নেই। হ্যাঁ, টানাপোড়েন ও দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের শিকার হয় মানব ও জ্বীন জাতি। প্রবৃত্তির স্বার্থে বার বার দংশন করে বিবেক; নিয়ন্ত্রিত হওয়ার উপদেশ দেয়, বৈধ-অবৈধ বিবেচনার দীক্ষা দেয়। কঠোরভাবে ধিক্কার জানায় সেচ্ছাচারিতাকে। আবার বিবেক তথা আত্মার কর্তব্য সাধনে বার বার প্রবৃত্তির চাহিদা ও প্রয়োজন উঁকি মারে, পিছু টান দেয়। বাধাগ্রস্ত করে তার একাগ্রতা ও নিরবচ্ছিন্নতা। উভয় প্রয়োজন-ই মানব মনে ও জ্বীন উপলব্ধিতে অঘোষিত, অযাচিত, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করে। কারণ, বিবেক ও প্রবৃত্তি বিপরীত মুখি গতি ও প্রকৃতিতে চলমান। জয়ী হয় কখনো প্রবৃত্তি কখনো বিবেক। একটি আরেকটির বিপরীত। বিবেক, বুদ্ধি ও বোধ এবং শারীরিক, জৈবিক ও পার্থিব চাহিদার মাঝে সমঝোতা, সমন্বয় ও প্রয়োজন যথাযথ মূল্যায়ন করে সামনে অগ্রসরমান ব্যক্তি-ই প্রকৃত বিশ্বাস তথা ইসলামি আকিদার যথাযোগ্য ও উপযুক্ত। এর বিপরীতে জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির অনুসরণে অন্ধ ও পরিচালিত ব্যক্তি পশুবৎ, পার্থিব জগতের শান্তি সৃঙ্খলার জন্য হুমকি। যেমন

---

[২৪] এরশাদ হচ্ছে, “স্মরণ কর, যখন তোমার প্রভু বলেছিলেন, আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণ করব।” বাকারা : (৩০) তিনি-ই আদম আলাইহিস সালাম, প্রথম নবী। মানব হিসেবে দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তিনিই বসবাস আরম্ভ করেন।

[২৫] আল হাদিস : ......)

[২৬] (ঈমান বিল গায়েব: বাস্‌সাম সালা-মাহ, মাকতাবাতুল মানার, উর্দুন। পৃ: ৪৪, প্রকাশনা: ১৪০৩হি. ১৯৮৩ খৃ:)

[২৭] পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, “ফেরআউন তার সম্প্রদায়ের সকলকে সমবেত করে সজোরে ঘোষণা দিল, আমি-ই তোমাদের প্রধান ও বড় প্রভু।”নাজেআত : ২৩-২৪।

[২৮] (الديانات والعقائد في مختلف العصور. أحمد عبد الغفور عطار ص ٧٢-٧٣)

অধুনিক বিশ্বের পাশ্চাত্য জগৎ। আবার নিরেট আত্মার খোরাক ও বিবেচনায় মগ্ন ব্যক্তি অথর্ব, অপাংক্তেয় ও পৃথিবীর অযোগ্য। যেমন বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের যোগীবৃন্দ।[২৯]

আত্মা ও প্রবৃত্তির মাঝে সমন্বয়ে সক্ষম, প্রকৃতি দেখে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার যোগ্য ও তা থেকে উপকৃত সত্ত্বা তথা মানব ও জ্বীন জাতি-ই ইসলামি আকিদার ধারক হতে সক্ষম। ইসলামের লক্ষ্য এরাই। এরাই প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা রাখে। আর তাই কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে বিবেকবান, বিশ্বাসী, আলেম, ঈমানদার, গবেষক ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।[৩০] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : "নিশ্চয় আসমান-জমিন সৃষ্টি ও রাত-দিন পরিবর্তনের ভেতর শিক্ষনীয় আলামত রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য, যারা বসতে, শুতে এবং কাতশুয়েও আল্লাহর স্মরণ করে, এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতে বলে উঠে, হে আমাদের প্রভু তুমি এ গুলো অযথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র, আমাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে পরিত্রান দান কর।"[৩১] আল্লাহ যাকে ইচ্ছে গবেষণার তওফিক দেন, উপকৃত জ্ঞান দান করেন।[৩২]

৬. ইসলামিআকিদা :

মৌলিক কয়েকটি বিশ্বাসের সমন্বয় ইসলামিআকিদা : যথা :

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস :

আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, মানব-জ্বীন, ফেরেশতা যাবৎ কিছু তার পরিকল্পনা এবং তার সৃষ্টি, তিনিই এর একক মালিক। মেঘমালার স্থানান্তকরণ, বৃষ্টি বর্ষণ, কল্যাণ-কল্যাণের মালিক তিনি। তার সৃষ্টি ও রাজত্বে কারো অংশিদারিত্ব নেই।[৩৩] এবাদতের মালিক তিনি। কোন ধরনের এবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উৎসর্গ কিংবা নিবেদন করা অবৈধ।[৩৪]

কিছু বিশেষ ইবাদত : যেমন দোয়া, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ্ব, কুরবানি, ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি। তিনি সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণের মালিক। তার সাদৃশ্য কোন জিনিস নেই।"[৩৫]

২. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস :

তারা আল্লাহর অনেক বড় মাখলুক, নূরের তৈরী। তারা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পাখা বিশিষ্ট। কেউ এরচে' বেশী পাখার অধিকারী। তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, রাত-দিন আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করে, ক্লান্ত হয় না, কখনো আল্লাহর নাফরমানি করে না, সর্বদা তার নির্দেশ পালন করে।[৩৬]

বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত বিশিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা : জিবরিল, মিকাইল, ইসরাফিল, মালাকুল মাউত ও মুনকার-নাকির।

৩. আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস :

(ক) তওরাত, (খ) ইঞ্জিল, (গ) যাবুর, (ঘ) কুরআন এবং মুসা ও ইবরাহিমের সহিফার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ গুলো আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত মানবজাতির জীবন বিধান। পূর্বের সবগুলো কিতাবে মানুষ পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন ও সংস্করণ করেছে। এদের মৌল ও মৌলিকত্ব অবশিষ্ট নেই। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর এদের মেয়াদও শেষ। কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ

---

[২৯] {টিকা : আল ইসলাম ওয়াল আদইয়ান, দেরাসাহ মুকারানা (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম একটি তুলনামূলক গবেষণা) : পৃঃ ৯, ড. মুস্তফা হেলমি, ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান, দারুল উলুম কলেজ, আল কাহেরা ইউনিভার্সিটি। প্রথম প্রকাশনা:২০০৫ ইং ১৪২৬ হি. দার ইবনে জাওজি, আল কাহেরা।}

[৩০] এরশাদ হচ্ছে : নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। {রোম:২৪} বিশ্বাসীদের জন্য। {জাছিয়া:৪} আলেমদের জন্য। {রোম:২২} ঈমানদারদের জন্য। {রোম:৩৭} গবেষকদের জন্য। {নাহাল:১১} উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য। {নাহাল:১৩}

[৩১] (আলে ইমরান : ১৯০ - ১৯১)

[৩২] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ যাকে ইচ্ছে জ্ঞান দান করেন, আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়, মূলত তাকে প্রচুর কল্যাণ প্রদান করা হয়। কারণ, একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই হিতোপদেশ গ্রহণ করে।" বাকারা : (২৬৯)

[৩৩] এরশাদ হচ্ছে- নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আসমান-জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্টিত হন। তিনি এমনভাবে রাতের উপর পরিয়ে দেন দিন, যে দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে আসে। তিনি স্বীয় আদেশের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র। শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দেয়া। (আরাফ : ৫৪)

[৩৪] এরশাদ হচ্ছে- নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহর এবাদত কর। জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই এখলাস পূর্ণ এবাদত। জুমার ২-৩।

[৩৫] সূরা আরাফ : (১৮০), সূরা শুরা : (১১)

[৩৬] দেখুন : সূরা ফাতির : (১), সূরা আম্বিয়া : (২৬), সূরা আম্বিয়া : (২০), সূরা তাহরীম : (৬)

হতে সংরক্ষিত, কেয়ামত পর্যন্ত এর ভেতর কোন ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব নয়।[৩৭] কেউ অপচেষ্টার প্রায়াসে লিপ্ত হলে, মুখ থুবরে পড়বে, দিবালোকের ন্যায় সহসা উম্মুক্ত হবে তার মুখোশ। শিষ্টের পোষণ ও দুষ্টের দমনের জন্য কুরআনের ফয়সালা একমাত্র ন্যায়সঙ্গত, ইনসাফপূর্ণ। যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে এর শরনাপন্ন হওয়া, এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের পরিচয়, এর থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট না হওয়া মুনাফেকের আলামত। কুরআন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনাকারী মুমিন, অন্যথায় সে কাফের, ফাসেক এবং ইনসাফ প্রত্যাখ্যানকারী জালেম।

৪. নবী ও রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস :

তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির পথপ্রদর্শক, দূত। সর্বপ্রথম রাসূল নূহ আলাইহিসসালাম। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৩৮]

৫. পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস :

পরকাল দিবস তথা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার মহান মাখলুক, খুব দীর্ঘ।[৩৯] সে দিন সমস্ত মানুষ উত্থিত হবে, মৃতদের করা হবে জীবিত। ছোট-বড় সমস্ত আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। অত্যাচারীদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দেয়া হবে। কাফের, মুনাফেক, গুনাহগারদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে। সে দিন সারা পৃথিবীর অবস্থা পাল্টে যাবে। মিজান, হাওজে কাউসার, পুলসেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, নেককার লোকদের সুপারিশ এবং আল্লাহর দর্শন ও কথপোকথন অনুষ্ঠিত হবে।

৬. তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস, এর চারটি স্তর রয়েছে :

(এক) আল্লাহ তাআলার শাশ্বত, অবিনশ্বর, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ইলমের আকিদা : আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্ব হতে প্রতিটি বস্তু ও জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত। ছোট-বড়, দৃশ্য-অদৃশ্য, অস্তি-নাস্তি, যে নাস্তি কোন দিন অস্তিত্ব পাবে না, পেলে কিভাবে পেত, পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত। একটি জিনিসও তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় না। সবকিছুই তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন।[৪০]

(দুই) যাবৎ কিছু চিরন্তন ও স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার আকিদা : পার্থিব জগতে যা ঘটছে ভাল-মন্দ, ছোট-বড় সবকিছু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক লিপিবদ্ধ। সে লিখানুযায়ী সবকিছু সংঘঠিত হচ্ছে, অস্তিত্ব পাচ্ছে।[৪১] কোন্ মৃত দেহ কতটুকু মাটি ভক্ষণ করেছে সে ব্যাপারেও আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত আছেন।[৪২]

(তিন) আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের আকিদা :

দুনিয়াতে বিদ্যমান সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অস্তিত্ববান। অর্থাৎ তার সৃষ্টি ক্ষমতার ইচ্ছা, যার দ্বারা তিনি এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যে ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী। ভাল-মন্দ, মানুষের যাবতীয় কর্ম ও প্রতিটি জিনিস এর আওতাভুক্ত। তিনি যা চাননি তা হয়নি, যদিও সারা পৃথিবীর মানুষ চেয়েছে, চেষ্টা করেছে।[৪৩] এমনকি মানুষের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদও এ ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।[৪৪]

(চার) সৃষ্টি ও অস্তিত্ব দানের আকিদা :

---

[৩৭] এরশাদ হচ্ছে- আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। হিজর: ৯।

[৩৮] দেখুন : সূরা নিসা : (৬৫), সূরা নিসা : (৬৩) ও সূরা আহযাব : (৪০) এরশাদ হচ্ছে- মুহাম্মাদ তোমাদের কারো পিতা নন, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আহজাব: ৪০।

[৩৯] এরশাদ হচ্ছে - সে দিনের পরিমান পঞ্চাশ হাজার বছর। মাআরেজ:৪।

[৪০] দেখুন : সূরা মুজাদালা : (৭), সূরা তালাক : (১২)

[৪১] এরশাদ হচ্ছে- "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুজে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছি।" হাদিদ: ২২।

[৪২] এরশাদ হচ্ছে-"তাদের কতটুকু অংশ মাটি ভক্ষণ করেছ, আমি সে বিষয়ে অবগত আছি। আমাদের কাছে সংরক্ষণকারী কিতাবও বিদ্যমান আছে।" ক্বাফ : ৪।

[৪৩] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ তা'আলা যা চান তা বাস্তবায়ন করেন।" হজ: ১৮।

[৪৪] এরশাদ হচ্ছে-"আল্লাহ যদি তাদের মাঝে জগড়া বিবাদ না চাইতেন, তারা জগড়া বিবাদ করত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন।" বাকারা:২৫৩।

আল্লাহ তাআলার নাম, সিফাত ও তার কর্ম ব্যতীত যা কিছু আছে, সব আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট, মাখলুক। আল্লাহ-ই তাদের একমাত্র স্রষ্টা।[৪৫] আল্লাহ সৃষ্টি করলেই কোন জিনিস সৃষ্ট হয় ও অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি মানুষের ভাল-মন্দ কর্মও স্বীয় বিবেচ্য ও বিশেষ হিকমতের কারণে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেনি। যদিও বাহ্যত মানুষ-ই ইচ্ছা করে, সে-ই সম্পাদন করে। কারণ, এ আকিদা না রাখলে বলতে হবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা আছেন। অথচ আল্লাহ-ই মানুষ এবং তার কর্ম ও ইচ্ছার স্রষ্টা।[৪৬]

তাকদিরের আকিদা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বর্ণিত চারটি স্তরের উপর ঈমান আবশ্যক। অন্যথায় তাকদিরের আকিদা শুদ্ধ নয়। তাকদিরের উপর ঈমান শুদ্ধ না হলে, ইসলামও গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম ছাড়া আমলের মূল্য নেই, পরিশ্রমের ফল নেই।

একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন : আল্লাহর ইচ্ছা দু'ধরনের :

(এক) আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের প্রয়োজন ও স্বার্থে ধর্মীয় তথা শরয়ি ইচ্ছা।

(দুই) আল্লাহর সৃষ্টিকৃত পার্থিব জগতের স্বার্থ ও প্রয়োজনে পার্থিব ইচ্ছা।

প্রথমটি বাস্তবায়নের ফলে আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জন হয়। এরই নির্দেশ আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের দ্বারা দিয়েছেন।[৪৭] শরিয়ত কর্তৃক প্রত্যেকটি আদেশ ও নিষেধ এই ইচ্ছার-ই অর্ন্তভুক্ত।

দ্বিতীয়টির দ্বারা আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। এ ইচ্ছার সম্পর্ক শুধু আল্লাহর সৃষ্টির সাথেই। আর এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, নিম্নোক্ত আয়াতে, "আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।"[৪৮]

পার্থিব জগতের স্বার্থ ও প্রয়োজনে আল্লাহর ইচ্ছা এবং আল্লাহর শরিয়তের স্বার্থ ও প্রয়োজনে আল্লাহর ইচ্ছার পার্থক্য :

এক : শরয়ি ইচ্ছার সাথে আল্লার মহব্বত ও সন্তুষ্টি সম্পৃক্ত। পার্থিব ইচ্ছা শুধু আল্লাহর একটি ইচ্ছাই, এর সাথে আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। যেমন পাথির্ব স্বার্থে আল্লাহ কাফেরের কুফরি, অবাধ্যের নাফরমানির অস্তিত্ব চেয়েছেন, ফলে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ গুলো আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিচারে পছন্দনীয় নয়, প্রিয়ও নয়। তবে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহ পূতপবিত্র, তিনিই ভাল জানেন এর সৃষ্টি রহস্য।

দুই : শরয়ি ইচ্ছা কখনো বাস্তবায়ন হয়, যেমন কোন কাফের ঈমান নিয়ে আসল, অথবা কোন মুমিন আল্লাহর আদেশ পালন করল বা কোন নিষেধ হতে বিরত থাকল। আবার কখনো বাস্তবায়ন হয় না, যেমন কোন মুমিন আল্লাহর আদেশ অমান্য করল বা কোন কাফের ঈমান প্রত্যাখ্যান করল। পক্ষান্ত রে আল্লাহর পার্থিব ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবি। যেমন কোন জিনিস সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা। বৃষ্টি বর্ষণ, কুফরি, হত্যা ইত্যাদির সম্পাদন।

তিন : আল্লাহর শরয়ি ইচ্ছা শুধু ভাল কাজ ও আনুগত্যের জন্য হয়। যা আল্লাহ পছন্দ করেন, যে জন্য তিনি নির্দেশ দেন এবং যেগুলো পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেন। পার্থিব ইচ্ছা ভাল-মন্দ, আনুগত্য-অনানুগত্য উভয়ের শামিল। কারণ, অনেক জিনিস আছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কোন হিকমতের জন্য সৃষ্টি করেন ঠিক, কিন্তু তা তিনি পছন্দ করেন না, বরং নিয়মানুসারে অপছন্দ করেন। যেমন কাফেরের কুফরি, যে কারণে শাস্তির উপযুক্তও হবে সে। তদ্রুপ কাফের-মুমিন পরস্পরের

---

[৪৫] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা।" জুমার ৬২।

[৪৬] এরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন।" সাফ্‌ফাত : ৯৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সম্পাদনকারী এবং তার সম্পাদিত কর্ম উভয় সৃষ্টি করেছেন।" বোখারি : ৭৩২।

[৪৭] এরশাদ হচ্ছে- "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর উপর এবং তার রাসূল এর উপর ঈমান আন।" নিসা : ১৩৬।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-তোমরা যদি কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দকরেন না এবং তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন;

জুমার : ৭।

[৪৮] (আনআম : ৩৯)

মাঝে সংগঠিত পরীক্ষামূলক দ্বন্দ্ব-বিবাদ। যার ভেতর সুপ্ত রয়েছে আল্লাহর বিবিধ হেকমত, অজানা হাজারো রহস্য। পার্থিব ইচ্ছা এবং শরয়ি ইচ্ছার সমন্বিত ব্যক্তি-ই ভাগ্যবান, চিরসুখী, অন্যথায় সে হতভাগা, চিরদুখী।

আল্লাহর ইচ্ছাকে দুভাগে বিভক্তি করার কারণ : যেহেতু কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলা কুফর, ব্যভিচার, অবাধ্যতা, হত্যা ও এ ধরনের যাবতীয় অঘটন, দুর্ঘটনার প্রতি সন্তুষ্ট নন, পছন্দও করেন না, বরং এ থেকে নিষেধ করেন, দূরে থাকতে বলেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি, এতদসত্বেও দুনিয়াতে সবকিছুই সংঘটিত হচ্ছে, মানুষ এগুলো করে যাচ্ছে। আবার এও লক্ষ্য করি, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ঈমান গ্রহণ, নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদানসহ ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপরও লক্ষ্য করি অনেক মানুষ এর বিরোধিতা করছে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পরোয়া করছে না। অতএব আমরা যদি বলি, আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান, তার নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনও আল্লাহর শরয়ি ইচ্ছানুযায়ী হয়, তাহলে শরয়িতের দলিল প্রমাণাদির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যেখানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান। এর বিপরীতে আমরা যদি বলি, তাদের কর্ম আল্লাহর পার্থিব ইচ্ছার বাইরে সম্পাদিত হচ্ছে। যার অর্থ, আল্লাহর ইচ্ছার উপর তাদের ইচ্ছা প্রধান্য লাভ করেছে, জয়ী হয়েছে। আল্লাহর অনিচ্ছা সত্তেও তারা এগুলো সম্পাদনে সক্ষম হচ্ছে। এ আকিদাও সুস্পষ্ট গোমরাহি। সুতরাং আমরা নিশ্চিত যে, গুনাহ ও নাফরমানি আল্লাহর শরয়ি ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পাদন হয় না, বরং এগুলো আল্লাহর পার্থিব স্বার্থজনিত ইচ্ছার প্রতিফলন, যা রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই, যার থেকে পলায়ন করারও সুযোগ নেই। আমরা আরেকটি জিনিসও লক্ষ্য করি যে, কুরআন-হাদিসে যা কিছু গোমরাহি ও ভ্রষ্ট বলা হয়েছে, যেমন কুফুরি ও অবাধ্যতা আল্লাহর পার্থিব ইচ্ছার ভিত্তিতেই সংঘটিত হচ্ছে, কোন না-কোন হেকমতের কারণে। যে কারণে তিনি প্রশংসার যোগ্য, স্তুতির পাত্র। তাই আমরা পার্থক্য করতে বাধ্য হয়েছি যে, শরয়ি ইচ্ছার ভিত্তিতে আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু, যার বাস্তবায়ন তিনি হতে দেন না, যেমন কাফেরের ঈমান, অবাধ্যের আনুগত্য। তদ্রুপ শরয়ি ইচ্ছার ভিত্তিতে আল্লাহর অপছন্দনীয় বস্তু, যার বাস্তবায়ন তিনি পার্থিব স্বার্থে করেন, যেমন কাফেরের কুফরি, অবাধ্যের অবাধ্যতা।

তকদিরের ব্যাপারে সমস্ত প্রশ্ন দূর করার জন্য পার্থিব স্বার্থের ইচ্ছা ও শরয়ি স্বার্থের ইচ্ছার ভেতর বিভক্তিকরণ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তার পরও আল্লাহর তওফিক প্রাপ্তদের ছাড়া কেউ তকদির বোঝার ক্ষমতা রাখে না।

ইসলামিআকিদা দ্বারা উদ্দেশ্য :

ষড়যন্ত্র, মূর্খতা ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতার ফলে, বিভিন্ন পরিস্থিতি, আনুকুল্যতা ও প্রতিকুলতার বিভাজনে, ইসলামি আকিদার ভেতর শ্রীহীনতা ও অনাকাঙ্খিত কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। জন্ম হয়েছে বিভিন্ন দল-উপদলের। কাদারি, জাহমি, শিয়া, রাফেজি, খারেজি, মাজার পূজারি, ব্যক্তির আধ্যাতিক শক্তিতে বিশ্বাসীর ন্যায় অনেক ফেরকা। যাদের আকিদা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান প্রত্যাখ্যাত, পাগলামি, প্রলাপ, শুধুই ভক্তি, কল্পনা ও গোড়ামি নির্ভর। যে আকিদার সাথে সর্ম্পক নেই আল্লাহ, তার রাসূল কিংবা পথিকৃৎ আসহাবে রাসূলের সাথে। তাই প্রয়োজন; স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন-খাটি ইসলামি আকিদার পৃথকিকরণ। যে আকিদা কুরআনে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদিত, সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত। অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা, তায়েফায়ে মানসুরার আকিদা, ফেরকায়ে নাজিয়ার আকিদা। এ আকিদা-ই প্রকৃতির অনুকূল, মানব স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, বিজ্ঞানের পরিপূরক। এ আকিদার দ্বারাই সুষ্ঠু-সুন্দর ও সুনিপুনভাবে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও নির্দেশিত হতে পারে মানবজাতি। সংশোধিত হতে পারে তার সত্তা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব। এ আকিদার মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে দুর্নীতি, জুলুম, বর্বরতা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা– ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে। প্রতিষ্ঠিত হতে পারে হিংসা ও বিদ্বেষহীন, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব।

আমাদের এ আকিদা-বিশ্বাসে বালা-মুসিবত দূর কিংবা প্রতিরোধের জন্য তাগা, রিং, আংটা, শঙ্খ-শামুক, সূতা ইত্যাদি শরীরের কোন অংশে ঝুলানোর কিংবা বাধার বিধান নেই।[৪৯] গাছ, পাথর বরকতময় বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বস্তু মনে করার সুযোগ নেই।[৫০] ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের কোনো স্বীকৃতি নেই।[৫১] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নাত করা, কাউকে ডাকা, ফরিয়াদ করা, কারো নামে কুরবানি করার অনুমতি নেই।[৫২] নেককার লোকদের কবর নিয়ে

[৪৯] আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, [হে রাসূল] "আপনি বলে দিন, আল্লাহকে ছাড়া যাদের আহবান করো, তোমরা মনে করো কি তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে ?-যদি আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চান। (যুমারঃ ৩৮)।
ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে হলুদ তাগা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেল, কারণ এটা শুধু দুর্বলতাই বৃদ্ধি করবে। আর এটা নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে কখনো নাজাত পাবে না।" (আহমাদ)
উকবা বিন আমের রা. হতে একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।" অপর একটি বর্ণনায় আছে,"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করলো।" (আহমাদ) ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন, হুযাইফা রা. এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে দেখেন "জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সুতা বা তাগা বাঁধা, তিনি সুতা কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, যার অর্থ "তাদের অধিকাংশই শিরক করে, আবার আল্লাহকেও বিশ্বাস করে" (ইউসুফঃ ১০৬) অর্থাৎ তাদের ঈমান নির্ভেজাল বা খাটি নয়। (আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী)
[৫০] আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, "তোমরা কি [পাথরের তৈরী মুর্তি] 'লাত' আর "উয্যা" নিয়ে চিন্তা করেছ?" (আন নাজম ঃ ১৯)। আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী বলেন, "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুনাইনের [যুদ্ধের] উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখনও নও মুসলিম। কোথাও মুশরিকদের একটি কুলগাছ ছিল, যার চারপাশে তারা বসতো এবং তাতে সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। গাছটি তারা ذات أنواط [যাত আনওয়াত] বলতো। আমরা একদিন রাসূলসহ সে কুলগাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল তাদের যেমন "যাতু আনওয়াত" আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ "যাতু আনওয়াত" নির্ধারণ করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, "আল্লাহু আকবার! এ একটি কুপ্রথা; আমার জীবনের মালিক-আল্লাহর কসম, তোমরা বনিইসরাইলের মত উক্তি করেছ; তারা মূসা আ.-কে বলেছিল। "হে মূসা, মুশরিকদের যেমন মা'বুদ আছে আমাদেরও তেমন মা'বুদ বানিয়ে দাও। মুসা আ. বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথা বলছ।" (আরাফঃ ১৩৮)। বাস্তবে তোমরা তাদেরই অনুসরণ করছ। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।
[৫১] আবু বাসীর আনসারী রা. বলেন, আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফর সঙ্গী ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জনপদে দূত পাঠালেন, এ নির্দেশ দিয়ে; কোন উটের গলায় ধনুকের রজ্জু লটকানো থাকবে না, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়। (বুখারি) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "ঝাড়-ফুঁক ও তাবিক-কবজ হচ্ছে শিরক" (আহমাদ, আবু দাউদ) আবদুল্লাহ বিন উকাইম এর মারফু' হাদীসে আছে, "যে কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় সে উক্ত জিনিসেই সোপর্দ হয়।" (আহমাদ, তিরমিজি) তাবিজ : বদনজর থেকে রক্ষার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো বস্তু। ঝুলন্ত বস্তুটি কুরআনের অংশ হলে সলফে সালেহীনের কেউ অনুমতি দিয়েছেন, আবার কেউ অনুমতি দেননি বরং শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ মনে করতেন। ইবনে মাসউদ রা. তাদের একজন। ঝাড়-ফুঁককে عزائم বলা হয়। যেসব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা অন্য দলিলের দ্বারা বৈধ প্রমাণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদনজর এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। تولة তওলা কবিরাজদের বানানো কবজ : তাদের দাবী এর [কবজ] দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালবাসার জন্ম হয়। ইমাম আহমাদ বলেন, সাহাবি রুআইফি বলেছেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে রুআইফি, তুমি সম্ভবত দীর্ঘজীবি হবে। মানুষদের জানিয়ে দিও, "যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দেয়, গলায় তাবিজ-কবজ ঝুলায়, পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করে; আমি মুহাম্মদ তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।" সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ-কবজ ছিড়ে ফেলল বা কেটে ফেলল সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব অর্জন করল।" (ওয়াকী) ইবরাহীম রহ. বলেন, আমাদের আকাবেরগণ সব ধরনের তাবীজ- কবজ অপছন্দ করতেন, তার উৎস কোরআন হোক বা অন্য কিছু। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।
[৫২] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, যার ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে বৃদ্ধি পেল।" (জিন : ৬) খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোন মঞ্জিলে পৌঁছে বলে, أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق (رواه مسلم) "আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।" সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন বস্তুর ক্ষতির শিকার হবে না। (মুসলিম) আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "আল্লাহ ব্যতীত এমন সত্তাকে ডেকোনা, যা তোমার কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারবে না। অন্যথায় তুমি একজন জালিম। অপর দিকে আল্লাহ তোমাকে বিপদে ফেললে, তিনি ব্যতীত কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।" (ইউনুসঃ ১০৬, ১০৭) অল্লাহ আরো বলেন, "তার চেয়ে অধিক গুমরাহ আর কে ?-যে আল্লাহ ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না"। (আহকাফ : ৫) আল্লাহ আরো বলেন, "বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় ?-যখন সে ডাকে; কে তার কষ্ট দূর করে ?" (নামল : ৬২) ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে একজন মুনাফিক ছিল, যে মোমিনদের কষ্ট দিত। মুমিনরা পরস্পর বলল; চলো, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তার অত্যাচার হতে বাচাঁর জন্য সাহায্য চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, "আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না, সাহায্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার রবের জন্য নামাজ পড় এবং কুরবানি কর।" (কাওসার :২) আলি রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন; যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কুরবানি করবে তার উপর আল্লাহর লা'নত। (মুসলিম) আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

বাড়াবাড়ি করা, মসজিদ বানানো,[৫৩] যাদুকর, গণক,[৫৪] নাশরাহ বা প্রতিরোধ মূলক যাদু,[৫৫] জ্যোতিষ্ক, তারকার ক্ষমতায় বিশ্বাস, শান্তির জন্য কবুতর উড়ানো, মাটিতে রেখা টেনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান,[৫৬] কুলক্ষণ[৫৭] ইত্যাদির আকিদা পোষণ করা বা বিশ্বাস রাখা অবৈধ, হারাম ও ইসলামি আকিদার পরিপন্থি।

---

[৫৩] সহীহ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "কাফেররা বলল, 'তোমরা নিজেদের মাবূদগুলো পরিত্যাগ করোনা। বিশেষ করে "ওয়াদ", "সুআ", "ইয়াগুছ" "ইয়াউক" এবং "নসর।" (নূহ ঃ ২৩) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এগুলো নূহ (আঃ) এর কওমের কতিপয় নেককার-বুজুর্গ ব্যক্তির নাম, তারা মৃত্যু বরণ করলে, শয়তান তাদের অনুসারিদের কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, 'যেসব জায়গায় তাদের মজলিস হত; সেসব জায়গাতে তাদের মুর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ কর; তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীদের মৃত্যুর পর, মুর্তি স্থাপনের ইতি কথা ভুলে, মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হল। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ:) বলেন, একাধিক আলেম বলেছেন, 'নেককার-বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলে, তাঁদের কওমের লোকেরা কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকত। একধাপ এগিয়ে তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করে নিল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তারা তাঁদের ইবাদত আরাম্ভ করল। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

[৫৪] আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, "তারা অবশ্যই অবগত, যে [যাদু] ক্রয় করেছে, পরকালে তার সুফল নেই।" (বাকারা: ১০২) আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন, "তারা "জিবত" এবং "তাগুত" কে বিশ্বাস করে।" (নিসাঃ ৫১) ওমর রা. বলেন, "জিবত" হচ্ছে যাদু, আর "তাগুত" হচ্ছে শয়তান। জাবির রা. বলেন, 'তাগুত হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হত। প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু হতে বেঁচে থাক; সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর সাসূল, ঐ ধবংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি বললেন,...যাদু করা। যুনদুব রা. থেকে 'মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে, "যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যু দন্ড। (তিরমিজি) সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত,ওমর রা. মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশ নামায় লিখেছেন, "তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ, যাদুকর নারীকে হত্যা কর।" বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি। হাফসা রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে, তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিলো। একই রকম হাদীস হযরত জুনদুব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

[৫৫] **নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু** : জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে। তিনি বলেন, "এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ" (আহমাদ, আবু দাউদ) আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদ (রহ:)-কে নাশরাহ [প্রতিরোধমূলক যাদু] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বলেন; "ইবনে মাসউদ (রাঃ) নাশরার সব কিছুই অপছন্দ করতেন।" সহীহ বুখারীতে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, "একজন লোকের অসুখ হয়েছে বা তাকে স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে; তার এ সমস্যার সমধান কল্পে প্রতিরোধমূলক যাদুর [নাশরাহ] মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে ? তিনি বললেন, 'কোন সমস্যা নেই।' কারণ এর [নাশরাহ] দ্বারা তারা সংশোধন ও উপকার করতে চায়। যার দ্বারা মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়, তা নিষিদ্ধ নয়।" অপর দিকে হাসান (রাঃ) বলেন, لا يحل السحر إلا السحر "একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।" ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور 'নাশারাহ' হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা। নাশরাহ দু'ধরনের : প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হযরত হাসান বসরী (রহ:) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের অনুকরণের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয়; বিনিময়ে শয়তান যাদুকৃত রোগীর থেকে স্বীয় প্রভাব উঠিয়ে নেয়। দ্বতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক আর বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা; এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয। ইবনুল মুসাইয়্যেবের এ নাশরাই উদ্দেশ্য। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

[৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এরশাদ করেছেন, "যে গণকের কাছে এসে কিছু [ভাগ্য সম্পর্কে] জিজ্ঞাসা করল, এবং তার কথায় বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (মুসলিম) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "যে গণকের কাছে আসল, অতঃপর সে যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত কোরআনকেই অস্বীকার করল। সহীহ বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী ইবনে মাজা ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে পাখি উড়িয়ে ভাল-মন্দ ভাগ্য যাচাই করল; যার জন্য পাখি উড়ানো হল; যে ভাগ্য গণনা করল; যার ভাগ্য গণনা করা হল; যে যাদু করল; যার জন্য যাদু করা হল; যে গণকের কাছে আসল; অতঃপর গণকের কথায় বিশ্বাস করল; সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত কোরআনকে অস্বীকার করল। (বায্যার) ইমাম বগবী (রহ:) বলেন, গণক ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে চুরি হওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবী করে। মূলতঃ গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবি বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বানী করে]। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবী করে তাকেই গণক বলা হয়। কেউ বলেন, যে দিলের (গোপন) খবর বলে দেয়ার দাবী করে, সেই গণক। আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেছেন كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবী করে তাদেরকেই হাদিসে বর্ণিত আররাফ [عراف] বলে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, একটি সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক আরবি أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভাল-মন্দ ভাগ্য নির্ণয় করে; পরকালে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো অংশ আছে বলে মনে করি না। আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

[৫৭] আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,(الاعراف:١٣١) أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "মনে রেখো, তাদের কুলক্ষণসমূহ আল্লাহর নিকট রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বুঝে না। (আ'রাফ: ১৩১)

ইসলামি আকিদা-ই একমাত্র আকিদা– যা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি হিসেবে আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। মূলত এর দ্বারা তিনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, আমাদেরকে ধন্য করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করে দিলাম। এবং তোমাদের উপর আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম। এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।"[৫৮] এ কারণেই এবং তখন থেকেই ইসলাম মানব জাতির জন্য বাস্তবমুখী প্রকৃত জীবন বিধান। যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, যাতে আমরা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে ভাগ্যবান এবং খিলাফতের সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, যে জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।[৫৯] এবং যাতে তার বিধি-নিষেধ ও পরিকল্পনা মোতাবেক দুনিয়া আবাদ করতে পারি।[৬০] শুধু তার এবাদত ও আনুগত্যের নিমিত্তে, যা সমগ্র মানব জাতি সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৬১]
এ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মাধ্যমে আমাদের ইসলামি আকিদার বিশেষ ব্যঞ্জনা, অনন্য বৈশিষ্টের একটি স্পষ্ট ধারণার জন্য হল। অর্থাৎ ইসলামি আকিদা সার্বজনিন, পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও প্রকৃতিগত। আমরা এ নিয়ে সামনে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

ইসলামিআকিদা ও মানবপ্রকৃতি :

এক আল্লাহর আকিদা ও মানবপ্রকৃতি : একশ্বরবাদ, বহুশ্বরবাদ ও ত্রিত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ যুগ যুগ ধরে। তবে কোনটি যুক্তিযুক্ত ও মানুষের প্রকৃতিগত ? সামান্য বিবেচনা ও ক্ষণিক চিন্তা দ্বারাই আমরা নির্ণয় করতে পারি যে, একশ্বরবাদের বিশ্বাসই যুক্তিযুক্ত ও প্রকৃতিগত। সাধারণ যুক্তি, ছোট-বড় সবারই অভিজ্ঞতা একরাজ্যে দুই রাজা, একরাষ্ট্রে দুই সরকার, একবিশ্বে দুই পরাশক্তির সহাবস্থান হয় না, সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র একটি ফ্যামিলী, দুইজনের দাম্পত্য জীবনও সমান অধিকার, বরাবর কর্তৃত্বের দাবির সাথে সাথেই ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। যুদ্ধ-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপক আকার ধারণ করে রাজ্য ও দেশের ভেতর। সমূলে ধ্বংস কিংবা কর্তৃত্বহীন হয় কোনো পক্ষ, অথবা আলাদা হয়ে যায় নিজস্ব অংশ ও অনুসারীদের নিয়ে। এ স্বভাবজাত বাস্তবতাই পবিত্র কুরআনে বিদৃত হয়েছে এভাবে : "যদি আসমান-জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া অনেক প্রভু বিদ্যমান থাকত, উভয় ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ অংশিদারহীন, পবিত্র। তাদের বহুশ্বরবাদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ একাই আরশের মালিক।"[৬২] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : "হে নবী, আপনি বলুন, তাদের কথা মত যদি আল্লাহর কোনো অংশিদার থাকত, তাহলে সকলেই আরশের অধিকারী হওয়ার জন্য উদগ্রিব হত। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, (أخرجاه) 'لا عدوى ولا طيرة' ولا هامة ولا صفر' "দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, অলুক্ষ্যে প্রাণী বা অলুক্ষ্যে মাস বলতে কিছু নেই।" (বুখারি ও মুসলিম) বুখারি ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, .لا عدوى وطيرة ويعجبنى الفال' قالوا: مالفال؟ قال الكلمة الطيبة "ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' আমার খুব পছন্দ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি ? জবাবে বললেন, 'শুভ লক্ষণমূলক ভাল কথা'। উকবা বিন আমের (রাঃ) বলেন, কুলক্ষণ বা দূর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উল্লেখ করা হলে, তিনি বলেন,:أحسنها الفال' ولا ترد مسلما' فإذا رأى أحدكم ما يكره' فليقل এর মধ্যে উত্তম হচ্ছে 'ফাল'। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করলে, বলবে, أللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك' "হে আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না, কেউ অকল্যাণ দূরও করতে পারে না। তুমিই একমাত্র ক্ষমতা ও শক্তির আধার।" (আবু দাউদ)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে আছে, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা, লক্ষণ নির্ধারণ করা শেরেকি কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলতঃ শিরক করল। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে,أللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك (أحمد) "হে আল্লাহ, তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আহমাদ) আল-কাওলুস সাদিদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ : শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস্ সা'দী।

[৫৮] আল মায়েদা: (৩)

[৫৯] ইরশাদ হচ্ছে: "স্মরণ কর- যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলে ছিলেন, আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।" (বাকারা- ৩০)

[৬০] ইরশাদ হচ্ছে- "একমাত্র তিনিই তোমাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তন্মধ্যে বসতি দান করেছেন।" (হুদ-৬১)

[৬১] ইরশাদ হচ্ছে- "আমি মানব ও জ্বিনজাতি একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (জারিয়াত-৫৬)

[৬২] আম্বিয়া : (২২)

পবিত্র, অনেক উর্ধ্বে। আসমান-জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে, সবই তার প্রশংসা করে, এমন জিনিস নেই যে তার প্রশংসা করে না।"[৬৩] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেননি, তার সাথে অন্য কোনো প্রভুও নেই। যদি থাকত প্রত্যেকেই নিজস্ব সৃষ্টি নিয়ে আলাদ হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রধান্য বিস্তারের জন্য ব্যগ্র থাকত। আল্লাহ সম্পর্কে তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।"[৬৪] অন্যত্র বলেন : হে রাসূল, আপনি বলুন, আল্লাহ এক, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষি, কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি, কাউকে জন্ম দেননি, তার সমকক্ষ কেউ নেই।[৬৫]
আবার বহু ইশ্বরের আনুগত্য মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ শুধু একজনের আনুগত্য, তার চাহিদা পূরণ ও সন্তুষ্টির অনুসরণ করতে পারে, দুই বা অনেকের আনুগত্য, অনুসরণ তার সাধ্যের বাইরে। কারণ, এক-ই মুহূর্তে দ্বৈত চাহিদা, বিপরীতমুখীকর্ম কিংবা এক-ই কর্ম দুই জনের হয়ে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। একজন সন্তুষ্ট হলে অপরজন হবে নারাজ। একজনের কাছে হবে আপনজন অপরের বিরাগভাজন। এ বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে : "আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন: একটি লোকের পরস্পর বিরোধী কয়েকজন মালিক, আরেক ব্যক্তির প্রভুমাত্র একজন, তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান ? (না-সমান নয়) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৬৬]
মানুষের স্বভাব কঠিনতম মুহূর্তে, জটিলতম সমস্যায় এবং জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে, কপটতা শূন্য সত্য বের করে দেয়া। চাপহীন অনুভূতি, মুক্ত বিবেক, স্বাধীন চেতনা ও বাস্তব প্রকৃতির উন্মেষ গঠে তখন। অকপটে স্বীকার করে নেয় চিরসত্য, অমোঘ সত্তা। এ ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বীশেষে সবার চিত্র এক ও অভিন্ন। প্রাগৈসলামিক ও ইসলামিক উভয় যুগেই এর উদাহরণ অগণিত, অসংখ্য।[৬৭] আবু জাহেলের ছেলে ইকরেমা মক্কা বিজয়ের সময় সমুদ্রপথে পলায়নরত জাহাজে বসা, হটাৎ তুফানের আক্রমণ, অকস্মাৎ তার অন্তরে এক আল্লাহর স্মরণ জাগরুক হল, সাথে সাথে বুঝে আসল আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব। সে ডাকেই সাড়া দিয়ে পরবর্তীতে ঈমান নিয়ে আসেন।[৬৮] রুশ দার্শনিক স্টালিনও এক আল্লাহর অস্তিত্ব বুকে বেধে বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের স্কীম সফল করুন।"[৬৯] কথিত আছে, জনৈক পন্ডিত বেশ কয়েকটি ভাষায় অগাধ পারদর্শী ছিল, দ্বিধাহীনভাবে অনর্গল কথা বলত সবক'টি ভাষাতেই। তার স্বভাবজাত ও মাতৃভাষা কেউ জানত না। এ বিষয়টি জানার জন্য কৌতহলী সকলেই আরেক পন্ডিতের শরনাপন্ন হল। তার পরামর্শ, তোমরা তাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় এনে, মাঠের কোথাও রশির পেঁচ, ল্যাং বা অন্য কোনো কৌশলে নীচে ফেলে দাও, তখন সে ব্যাথা জনিত দুঃখ যে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করবে, সেটাই তার স্বভাবজাত বা মাতৃভাষা। এ হলো মানুষের স্বাভাবসিদ্ধ প্রকৃতি, এর উপর তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন, আফসোস! মানুষ মোহান্ধ, স্বার্থপর, প্রবৃত্তির কারণে অন্ত রদৃষ্টি ও শ্রবণইন্দ্রিয় বিকল করে স্বভাবের ধর্ম ত্যাগ করছে, জাহান্নামি হচ্ছে, যে জন্য তার

[৬৩] বনি ইসরাইল : (৪২-৪৪)
[৬৪] মুমিনুন: (৯১)
[৬৫] সূরা এখলাস
[৬৬] জুমার : ২৯
[৬৭] এরশাদ হচ্ছে - দুঃখ-কষ্ট মানুষকে যখন আষ্টেপৃষ্টে ঘিরেফেলে, তখন সে নিজ পালনকর্তাকে এককাগ্রচিত্তে আহবান করে; অতঃপর যখন তিনি নাজাত বা নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা ভুলে যায়, যে কষ্টেপড়ে সে প্রভুর শরনাপন্ন হয়েছিল। (জুমার : ৮) সমুদ্রে থাকাবস্থায় যখন তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসে, তখন আল্লাহ ব্যতীত সকল উপাস্যদের ভুলে যাও, যাদেরকে তোমরা নিরাপদ ও সচ্ছল অবস্থায় ডাক-উপাসনা কর। আবার যখন তিনি স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (বনি ইসরাইল : ৬৭)
[৬৮] উজুদে বারি তা'আলা আউর তওহিদ, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯, ডা. মালিক গোলাম মুর্তজা, প্রকাশক: ডা. গোলাম মুর্তজা এডুকেশনাল ট্রাস্ট লাহোর, প্রকাশকাল ২০০২ জুলাই
[৬৯] (দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বিষয়ক চারচাল স্বীয় গ্রন্থের ৪৩৩ পৃষ্টায় লিখেছেন : ১৯৪২ সনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে, যখন রুশ জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে দুরহ দুরহ করছিল, এদিকে হিটলার সমগ্র ইউরোপের জন্য এক মারত্বক হুমকির কারণ। তখন চারচাল মাস্কোর সফর করেন এবং যৌথবাহিনীর পরিকল্পনা ও স্কীম সম্পর্কে স্টালিনকে বিস্তারিত তথ্য দেন। স্কীমের পরিকল্পনা ও ব্যাখ্যা শ্রবন করতে করতে বিশেষ এক মুহূর্তে স্টালিনের মুখ থেকে অগত্যা বের হয়, "আল্লাহ আমাদের স্কীম সফল করুন।" সূত্র : উজুদে বারি তা'আলা আউর তওহিদ, পৃষ্ঠা : ৮৯, ডা. মালিক গোলাম মুর্তজা, প্রকাশক: ডা. গোলাম মুর্তজা এডুকেশনাল ট্রাস্ট লাহোর, প্রকাশকাল ২০০২ জুলাই, সংকলিত : ডা. আব্দুল সাইয়্যেদ লতিফ : দি মাইন্ড আল-কোরআন বিল্ডাজ, পৃষ্ঠা : ৯৪)

পরিতাপের অন্ত থাকবে না।[৭০] অসাধু গুরুর অন্ধ অনুকরণ,[৭১] বিক্রিত পরিবেশ এবং অপরিণামদর্শী পিতা-মাতার কারণে হিন্দু-খৃস্টান-ইয়াহুদি-অগ্নিপুজক হয়ে যাচ্ছে।[৭২] মুদ্দাকথা : একশ্বরবাদ তথা এক আল্লাহর আকিদা-ই যুক্তিযুক্ত, স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতিগত। এ আকিদাই আল্লাহর মনোনীত,[৭৩] ও গ্রহণীয়;[৭৪] অন্য সব আকিদা ভ্রষ্ট,[৭৫] পরিত্যজ্য, যুক্তহীন, স্বভাবরিরোধী ও অপ্রকৃতিগত।

পরকালের আকিদা ও মানবপ্রকৃতি :

মানব প্রকৃতিতে আছে অনেক চাহিদা, প্রচুর আবেদন, বিচিত্র সখ ও বিনোদন ইচ্ছা। যা একমাত্র ইসলামি আকিদাই সমর্থন করে এবং এর মাধ্যমে তথা পরকালের আকিদার দ্বারাই তা পূর্ণ হয়। এখানে আমরা তার প্রকৃতির কয়েকটি নমুনা ও স্বভাব এবং ইসলামে তার সমর্থন ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করছি :

১. মৃত্যু ও মানুষ : মানুষ স্থায়ী হতে চায়, মৃত্যুকে ঘৃণা করে। সুস্থ থাকতে চায়, অসুস্থতাকে অপছন্দ করে। তারপরেও সে অস্থায়ী, মৃত্যু নিশ্চিত। সাময়িক সুস্থতা ও অসুস্থতা ক্ষণিকের ব্যাপার। এ জন্য সে হাজারো চেষ্টা-তদবির গ্রহণ করে, সম্পদ ব্যয় করে; স্বভাবের বিরোদ্ধে, প্রকৃতির বিপরীতে। তবুও তাকে মরতে হয়, মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়। মৃত্যু নিশ্চিত।[৭৬] কিন্তু পরকালের আকিদা তাকে এমন জগতের আস্বাস প্রদান করে, যেখানে মৃত্যু হবে না, অসুস্থ হবে না, যৌবন লোপ কিংবা ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না; চিরকাল থাকবে। সেখানে তার প্রকৃতি নিজস্ব স্বাদ আস্বাদন করবে।[৭৭]

২. মানুষ ও প্রতিদান : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই কর্মের ফলাফল প্রত্যাশী। সে জন্য সে বরাবরই চেষ্টা-মেহনতে নিরত থাকে। সে আরো চায় শিষ্টের পোষণ, দুষ্টের দমন; যথাযথ মূল্যায়ন, উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু এর বাস্তবায়ন সে পায় না দুনিয়াতে, সম্ভবও নয়। কারণ, যে ব্যক্তি একশটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে; ইনসাফ হল, তাকে একশবার হত্যা করা। কিন্তু দুনিয়াতে একবারের বেশী হত্যা কল্পনাতীত। ইসলামি আকিদা তাকে এমন এক জগতের দিশা প্রদান করে, যেখানে অপরধী উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।[৭৮] অন্যত্র বলেন, "যে কেউ অনু পরিমান সৎকর্ম করবে, দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমান অসৎকর্ম করলেও দেখতে পাবে।"[৭৯] ইসলামি আকিদা তথা পরকালের বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতির সমর্থক ও সামঞ্জস্যশীল।

৩. মানুষ ও সৌন্দর্যপ্রীতি :

মানুষের প্রকৃতির মজ্জাগত স্বভাব হচ্ছে, সৌন্দর্য প্রীতি, সুস্থ্য দেহ, সুন্দর বাড়ি, সুন্দর নারী, সুন্দর গাড়ি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও হিংসা-বিদ্বেষহীন কলাহল বসতি। কিন্তু পার্থিব জগৎ একটির ভোগ, অপরটির আশা ও আরেকটির অপেক্ষায় নিঃশেষ হয়ে যায়। ইসলামি আকিদা তাকে এমন এক

---

[৭০] (এরশাদ হচ্ছে- তারা আরো বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। সূরা মুলক : ১০)

[৭১] (এমনিভাবে আপনার আগে যখন কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক আদর্শের উপর, আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। সে বলত, তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে আদর্শের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম আদর্শ নিয়ে আসি, তবুও কি তোমরা তাই কলবে? তারা বলত, তোমাদের আদর্শ আমরা মানব না। যুখরুফ : (২৩-২৪)

[৭২] রাসূল সা. বলেছেন, প্রত্যেক নবজাতক স্বীয় স্বভাবজাত ধর্ম তথা ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, নাসারা ও অগ্নিপূজক বানায়। বোখারি : (১৩৮৫)

[৭৩] এরশাদ হচ্ছে- আমি তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্ম মনোনীত করলাম। মায়েদা : (৩)

[৭৪] এরশাদ হচ্ছে- নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। আলে-ইমরান : (১৯)

[৭৫] এরশাদ হচ্ছে- আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরার মাঝে কি আছে গোমরাহী ছাড়া, সুতরাং তোমরা কোথায় ঘুরছ ? ইউনুস : ৩২)

[৭৬] এরশাদ হচ্ছে- জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আনকাবুত : (৫৭), আম্বিয়া : (৩৫), আলে ইমরান (১৮৫)

[৭৭] -"তোমরা এখানে নিশ্চিত চিরঞ্জিব, কখনো মৃত্যু মুখে পতিত হবে না। এখানে তোমরা চির সুস্থ, কখনো অসুস্থ হবে না। এখানে তোমরা চির যৌবনপ্রাপ্ত, কখনো বৃদ্ধ হবে না।" (মুসলিম)

[৭৮] নিসা:৫৭, আরো এরশাদ হচ্ছে : যে একটি মন্দকাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" আনআম-১৬০

[৭৯] (জিলজাল:৭-৮)

জগতের দিশা প্রদান করে যেখানে তার প্রকৃতির সমস্ত আবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খুভাবে পূরণ হবে। সমস্ত সৌন্দর্য তার নখদর্পনে বিরাজ করবে। চিরসুখময় বাসস্থান জান্নাত লাভ করবে, যার সামান্য জায়গা দুনিয়া এবং তার ভিতরে যা আছে তা হতে উত্তম।[৮০] এমন মনোরম দৃশ্য-শান্তিপূর্ণ আবাসন যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং মানুষের অন্তরে যার কল্পনা পর্যন্ত হয়নি।[৮১] পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে : 'কেউ জানে না তার কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।"[৮২] আমল ও সাধনার তারতম্যের অনুপাতে প্রত্যেকে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় রূপ ও লাবণ্যে ষোলকানায়পূর্ণ অপরূপ আৃকতিতে, কেউ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়।[৮৩] কেউ আদম আ. এর ন্যায় ষাটহাত লম্বা আর সুস্থ শরীর নিয়ে প্রবেশ করবে জান্নাতে।[৮৪] কারো সাথে কারো কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ থাকবে না, সকলের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের নীতিতে পরিচালিত হবে।[৮৫] আপোষে কোনো ক্রোধ থাকবে না, সবাই ভাই ভাই, সামনাসামনি উপবিষ্ট থাকবে।[৮৬] দেহ ও শরীরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রত্যেককে একশত ব্যক্তির পানাহার ও সহবাস ক্ষমতা প্রদান করা হবে।[৮৭] সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতে ষাট মাইল বিস্তৃত মনি-মোক্তার তাবু হবে, তাদের পরিবার-পরিজন সেখানে অবস্থান করবে। তাদের পার্শ্ব দিয়ে আরো সৎকর্মশীলগণ ঘুরা-ফেরা করবে, কেউ কাউকে দেখবে না।[৮৮] এভাবেই আখেরাত তথা পরকালে মানুষের প্রকৃতিগত সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে। শান্তি ও জীবনের নিশ্চয়তা লাভ করবে।

৪. মানুষ ও বাসনা :

মানুষের মনে অনেক অনেক বাসনা। কিন্তু এ দুনিয়াতে তার বৃহৎ অংশই পূরণ হয় না, সম্ভবও নয়। ইসলামি আকিদা তাকে এমন জগতের দীক্ষা প্রদান করে যেখানে সমস্ত চাহিদা পূরণ হবে। আতিথিয়তা স্বরূপ ক্ষমাশীল, করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে সকল দাবি বাস্তবায়নের ব্যবস্থ্যা আছে।[৮৯] সবই তার প্রকৃতিগত চাহিদার বাস্তবায়ন, মননশীলতার পূর্ণ সমর্থন।

পার্থিব জগৎ এর কোনো একটি বাসনা পূরণের উপযুক্ত স্থান নয়। এ দুনিয়া একটি চাহিদা পূরণের জন্য সহায়কও নয়। প্রতিটি পদে বাধার আধার। নৈরাশ্য ও হতাশা ব্যতীত কিছুই অর্জন হয় না। যার ভিত্তিতে কোনো কোনো দার্শনিক দুনিয়াকে বিষাদ-তিক্ততা-দুঃখের আস্তানা বলেছেন। আরেকটি কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী, পার্থিব জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর, এখানে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, সত্য-মিথ্যা, রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা, জীবন-মৃত্যুসহ দ্বৈত ও বিপরীত মুখী জিনিসের সহাবস্থান। এর মাঝেই মানব ও তার প্রকৃতির বিচরণ। কখনো জয়ী, কখনো পরাজিত, কখনো প্রসন্ন, কখনো অবসন্ন। তাই মানব প্রকৃতির আবেদন এমন একটি জগৎ, যেখানে তার সমস্ত বাসনাপূর্ণ হবে, অনন্ত জীবন লাভ হবে, দুঃখ চিরদিনের জন্য বিদায় নিবে। আর তা-ই হল পরকাল বা আখেরাত, বাস্তবিক পক্ষে পরকালের আকিদা ছাড়া মানুষের জীবন ও প্রকৃতি নিরর্থক। আখেরাত ভিন্ন দুনিয়া অসম্পুর্ণ।[৯০]

৫. মানুষ ও ত্বরাপ্রবনতা :

---

[৮০] মহানবী সা. এরশাদ করেন : "তোমাদের কারো চাবুক পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া এবং তার ভিতরে যা আছে তা হতে উত্তম।" বোখারি

[৮১] এরশাদ হচ্ছে : আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন জিনিস তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি, এবং মানুষের অন্তরে যার কল্পনা পর্যন্ত হয়নি। (বোখরী-মুসলিম)

[৮২] এরশাদ হচ্ছে : কেউ জানে না তার কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। (সাজদাহ: ১৭)

[৮৩] এরশাদ হচ্ছে- "জান্নাতবাসিদের প্রথম দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমার রাতের চাদের আকৃতিতে, অতঃপর যারা যাবে উজ্জল নক্ষত্রের আকৃতিতে।" (বোখরী-মুসলিম)

[৮৪] - "জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের পিতা আদম আ. এর আকৃতিতে। ষাট হাত পর্যন্ত প্রত্যেকে লম্বা হবে।" বোখারি-মুসলিম)

[৮৫] - আপোষে কোনো বিবাদ থাকবে না, তাদের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (বোখারি)

[৮৬] এরশাদ হচ্ছে- "তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দিব। তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি বসবে।"(হিজর:৪৭)

[৮৭] -"পানাহার, সহবাস ইত্যাদিতে প্রত্যেককে একশত ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হবে।"(তিরমিজি)

[৮৮] "মোমেনদের জন্য জান্নাতের ভিতর মনি মোক্তার তাবু হবে যার শুন্যগর্ভ আসমানে ষাট মাইল পর্যন্ত লম্বা হবে। মোমেনদের পরিবার-পরিজন সেখানে অবস্থান করবে। যাদের পার্শ্ব দিয়ে অন্যান্য মোমেনরা ঘোরা-ফেরা করবে, কেউ কাউকে দেখবে না।" (বোখারি-মুসলিম)

[৮৯] এরশাদ হচ্ছে- "সেখানে তোমাদের মনের যাবতীয় চাহিদা বিদ্যমান আছে, তোমাদের সমস্ত দাবি বাস্তবায়নের ব্যবস্থ্যা আছে। ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে সাদর আপ্যায়ন স্বরূপ। ফুসসিলাত : (৩১-৩২)

[৯০] উজুদে বারি তা'আলা আউর তওহিদ, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭, ডা. মালিক গোলাম মুর্তজা, প্রকাশক: ডা. গোলাম মুর্তজা এডুকেশনাল ট্রাস্ট লাহোর, প্রকাশকাল ২০০২ জুলাই

মানুষ সব বিষয়ে, সর্বক্ষেত্রে ত্বরাপ্রবণশীল। আল্লাহ বলেন, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবন।[৯১] অন্যত্র বলেন, মানুষ তো খুবই দ্রুততা প্রিয়।"[৯২] কর্মের প্রতিদান দ্রুত পেতে চায়; ইসলাম তার এ প্রকৃতির অবমূল্যায়ন করেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মজদুরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজদুরি পরিশোধ কর।[৯৩] এ জন্যই হত্যা, ডাকাতি, মদ্যপান, যিনা ও চুরি জাতীয় বড় বড় অপরাধের শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেছে। আফসোস মানুষ এ প্রকৃতির ধর্ম ত্যাগ করে মানব রচিত ধর্ম ও সংবিধানের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে প্রবৃত্তির বিচার ব্যবস্থায় বাধ্য হচ্ছে। যার ফলে মানুষ তার প্রকৃতি বিরোধী এ ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। শক্তি থাকলে নিজেরাই হন্তারককে হত্যা করছে, ডাকাত, চোরদের শাস্তি হাতেনাতে ধরেই দিয়ে দিচ্ছে। কখনো চোখ উপড়ে, কখনো হাত পা ভেঙ্গে, কখনো অঙ্কার মাধ্যমে, কখনো সন্দেহের বসে। লঘু অপরাধে বড় শাস্তি, বড় অপরাধে লঘু শাস্তি নিত্যদিনের ঘটনা। কথিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনির হাতে হাতে গোনা দুএকটি ঘটনা সোপর্দ হচ্ছে।

ইসলামি আকিদার কিছু বৈশিষ্ট্য :

এক. ইসলামিআকিদার সার্বজনীনতা ও বিস্তৃত ব্যাপকতা :

এ আকিদা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মানবীয় সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও ব্যঞ্জনা সমন্বিত। এ আকিদায় শরীর-বিবেক-আত্মা, আখলাক-চিন্তা-অনুভূতি ও দুনিয়া-আখেরাতের সকল বিষয় সন্নিবেশিত। মানবজগত ও তদীয় সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নেই, যা এ আকিদা হতে বিচ্ছিন্ন অথবা আকিদা তার থেকে আলাদা। এ আকিদা মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, সম্পাদিত কর্ম ও অন্তরে বিচরণকৃত অনুভূতির সাথে জড়িত।

মানব জীবনের সর্বত্র সোচ্চার ও সক্রিয় এ আকিদা। বিভিন্ন আবর্তন ও পরিবর্তনের নিত্য সঙ্গী। পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি, ইসলামি আকিদা : আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, আসমানি কিতাব এবং ভাল-মন্দের তাকদিরের বিশ্বাস; ইহকালীন-পরকালীন উভয় জগতের আমল; বাহ্যিক আচার-আচরণ, বিবেকের চিন্তা-গবেষণা, আত্মার উপলব্ধি; ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ ও বিশ্বের মৌলিক নীতি ও আদর্শের সমন্বিত। স্রষ্টা আল্লাহ ও সৃষ্ট মানবের সেতু বন্ধন সমন্বিত। পারিবারিক, সামাজিক, মুসলিম মুসলিম ও মুসলিম অমুসলিম এবং মানবজাতি ও বিশ্ব স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক সমন্বিত। মুদ্দা কথা ইসলামি আকিদা অস্তিমান প্রতিটি বস্তুর সমন্বিত আকিদা। ইসলামি আকিদার পরিধির মত অন্য কোনো পরিধি নেই যা এত বিস্তৃত ও সর্বব্যপ্ত।

দুই. ইসলামিআকিদার একটি বিষয় অপর বিষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ও একটি আরেকটির পরিপুরক:

ইসলামিআকিদা শুধু উল্লেখিত ক্ষেত্র ও বিষয়ের সমন্বিত নয়, বরং আলোচিত ব্যাপকতার উর্ধ্বে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তও। কারণ এর একটি বিষয় অপর সকল বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েই একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানে রূপান্তরিত হয়েছে, যা মানবজাতির জীবনে সাফল্য বয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। আরেকটু সুক্ষ্মভাবে বলতে হয়, ইসলামি আকিদার প্রতিটি রুকন, প্রথম ও প্রধান রুকন তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহর প্রতি ঈমান এ আকিদার মূল ভিত্তি ও শেকড়। যেমন- পরকালের বিশ্বাস- আল্লাহর ইনসাফ, হেকমত, আসমান-জমিন ও জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টি রহস্যের সাথে সম্পর্কিত। সেখানে প্রত্যেকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা হবে, প্রত্যেক বস্তু তার মূল স্বভাবে ও প্রকৃতিতে উপস্থিত হবে।

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস, মূলত আল্লাহর কুদরত তথা আরেকটি সিফাতের উপরই বিশ্বাস।[৯৪] এ বিশ্বাস আল্লাহর সেই জীবন বিধানের আরেকটি ধারা, যার উপর তিনি আমাদের পরিচালিত করতে

---

[৯১] আম্বিয়া : (৩৭)

[৯২] বনী ইসরাঈল : (১১)

[৯৩] ইবনে মাজাহ, অন্যত্র এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির পক্ষে কেয়ামতের দিন আমি বাদী হব, তার ভেতর সে ব্যক্তিও আছে, যে তার কর্মপূর্ণ করল, অথচ প্রাপ্য মজুরি পেল না। বোখারি : (২২৭০)

[৯৪] ইরশাদ হচ্ছে- "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক–তারা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির ভিতর যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।" (ফাতের-১)

চান। কারণ তাদের মাধ্যমেই তিনি তার মনোনীত বান্দা নবী-রসূলদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। তাই ফেরেশতাদের উপর ঈমান মূলতঃ আলাদা কোনো জিনিসের উপর ঈমান নয় বরং আল্লাহর উপর ঈমানের সম্পূরক, অন্যান্য রুকনের সাথে সম্পৃক্ত।
এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ঈমানের একটি রুকন অপর রুকনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আবার সবকটি রুকন আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আল্লাহর বিধানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যা তিনি মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের জন্য দিয়েছেন। তদ্রুপ নবীদের ঈমানের সাথেও সম্পৃক্ত, কারণ তারাই ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওহীর দ্বারা আমাদের পর্যন্ত এ বিধান পৌঁছিয়েছেন।
তাকদিরের উপর বিশ্বাসও আল্লাহর উপর বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, কারণ একমাত্র তিনিই এ বিশ্বপরিমণ্ডলের নিয়ন্ত্রক, পরিকল্পনাকারী। কল্যাণ-অকল্যাণ, নিষ্ট-অনিষ্ট একমাত্র তার থেকেই উৎসারিত হয়।
মুদ্দাকথা, এ আলোচনার দ্বারা বুঝতে পারলাম- ঈমানের বিষয়ে আরকানুল ঈমান তথা বিশ্বাসের একটি শাখার সাথে অপর শাখার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।
এ আকিদা হতে উৎসারিত আমলও ঠিক একই রকম। অর্থাৎ দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের আমল সমন্বিত। এখানে বলতে চাই এ আকিদার বৈশিষ্ট্য, দুনিয়া-আখেরাতের আমলের মাঝে পাথর্ক্য না করা। এ আকিদায় কোন আমল শুধু দুনিয়া কিংবা শুধু আখেরাতের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রত্যেকটি আমল এক বিবেচনায় আখেরাতের অন্য বিবেচনায় দুনিয়ার কল্যাণে নিবেদিত।
সাধারণত আখেরাতের আমল হিসেবে যা কিছু বিবেচ্য, তাও পার্থিব জীবনের আবেদন কিংবা সম্পূরক। যেমন নামাজ : এর দ্বারা পার্থিব জগত সুসজ্জিত, পরিমার্জিত ও অশ্লীলতা মুক্ত হয়।[৯৫] রোজা : এর দ্বারা ক্ষুধা ও দারিদ্রের দুঃখ অনুভূত হয়। অনাথ ও অভাবিদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। যার বাস্তবায়নে এ দুনিয়া শ্রীনহীনতা, পরস্পর সহমর্মিতা ও সহযোগীতায় ভরে উঠে।[৯৬] এমনিভাবে এ আকিদার সমস্ত এবাদত, আখেরাতের জন্য যেমন কাম্য, তেমন দুনিয়াতেও তা কাম্য।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সমস্ত আমল বাহ্যত শুধু পার্থিব বলে মনে করি, যেমন পানাহার, বস্ত্র পরিধান, দাম্পত্য জীবন ও পৃথিবীর আবাদ। সেগুলোও অপার্থিব কিংবা আখেরাতের আমল। তবে এর সাথে কিছু শর্তের প্রয়োজন। অর্থাৎ এ আমল দ্বারা আখেরাতের প্রতিদান পাওয়ার জন্য হালাল-হারাম এবং আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ জরুরী। তাহলে এ সমস্ত আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল এবাদত বলে গণ্য হবে। যেহেতু এর ভিতর আল্লাহর নির্দেশ মান্য ও তার সন্তুষ্টির নিয়্যত করা হয়েছে।[৯৭] এভাবেই এ আাকিদায় বিশ্বাসী মানব সম্প্রদায় হতে উৎসরিত সমস্ত আমল দুনিয়া আখেরাতের সাথে সংযুক্ত, ইসলামি আকিদার সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলামিআকিদা ও মানবঅবয়ব :

আমরা আগেই বলেছি, ইসলামিআকিদা মানবজাতির দৈহিক, মানসিক এবং অন্তরাত্মার সবকিছু নিয়ে গঠিত। তাই বলে এগুলো পৃথক পৃথক নয়। তবে এতটুকু ঠিক : কখনো দৈহিক কর্মচঞ্চলতা প্রাধান্য পায়, যেমন পানাহার ও স্ত্রী সহবাস। কখনো চিন্তাশক্তি প্রাধান্য পায়, যেমন- চিন্তা ও গভীর মনোযোগসহ গবেষণা। কখনো আত্মার কর্ম প্রাধান্য পায়, যেমন- এবাদতের সময় ইত্যাদি...। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনা করে না। যেমন পানাহার এবং স্ত্রী সহবাসের সময় হালাল-হারাম বিবেচনা ও আল্লাহর নাম স্মরণ করার ফলে এর উপকারীতা শুধু শরীরে সীমাবদ্ধ থাকে না,

[৯৫] এরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চিত নামাজ অশ্লিল ও গর্হিত আমল হতে বিরত রাখে।" আনকাবুত: ৪৫।
[৯৬] এরশাদ হচ্ছে- "হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা (এ দুনিয়াতেই) মুত্তাকি হতে পার।" বাকারা: ১৮৩।
[৯৭] এরশাদ হচ্ছে- "একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি- মানব ও জ্বিনজাতি।" জারিয়াত : ৫৬।
আরো ইরশাদ হচ্ছে- "বলুন- আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তার কোনো শরিক নেই।" আল আনআম : ১৬২-১৬৩।

পরকালীন এবাদত বলেও গণ্য হয়। চিন্তার সময় খারাপ বিষয় থেকে বিরত থাকা, ভাল বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এবং আল্লাহকে হাজির-নাজির ও ভয় করার ফলে এ চিন্তাও শুধু তার বোধশক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, এবাদতে পরিগণিত হয়। খালেছ এবাদতেও শরীর, বোধশক্তি এবং আত্মা সমানভাবে সক্রিয় থাকার ফলে এ সবের অনুশীলন হয় যথাযথভাবে। যেমন নামাজ- এখানে শুধু আত্মার কর্মই নয়, বরং তাতে উঠা-বসা, রুকু-সেজদার মাধ্যমে যোগ হয় শরীর, কোরআনের আয়াতে ধ্যান করার কারণে যোগ হয় আত্মা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তুমি নামাজে যতটুকু যত্নশীল হবে, ততটুকুই উপকৃত হবে।"[৯৮]

ইসলামিআকিদা ও সামাজ :

আমরা আগে বলেছি ইসলামিআকিদা ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র সব কিছুকে সমন্বিত করে। এখানে বলতে চাই, ইসলামিআকিদা এসব বিষয়গুলো আলাদা করে বিবেচনা করে না। এমন নয়, ব্যক্তিকে এক মানদণ্ডে আর সমাজকে অন্য মানদণ্ডে পরিচালিত করে। বরং উভয়কে একই মানদণ্ডে পরিচালিত করে তবে উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন।

মানদণ্ড বলতে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাকওয়া এবং তার নির্দেশিত বিধি-বিধান। এ মানদণ্ডের আওতায় কিছু দায়িত্ব সম্পাদন করে ব্যক্তি, আর কিছু দায়িত্ব সম্পাদন করে সমাজ। কিন্তু উভয়ে একমানদণ্ড-একদীক্ষায় পরিচালিত হয়। অতএব আমরা বলতে পারি এ আকিদায় বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতি-গোত্র বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য এক-অভিন্ন। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আলাদা হলেও তাদের উদ্দেশ্য এক। ব্যক্তি-সমাজ, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব কেউ কারো প্রতিপক্ষ কিংবা দুশমন নয়। যেমনটি হয়ে আছে জাহিলিয়্যাতপূর্ণ সমকালীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুই মেরু। একদিকে অত্যাচারী শাষক অন্যদিকে অত্যাচারিত জনতা কিংবা একদিকে সংঘবদ্ধ জনতা অন্যদিকে নিঃসঙ্গ জননেতা।

তদ্রুপ জাতি ও রাষ্ট্র এক নীতির শরনাপন্ন, এক আল্লাহর এবাদত এবং তাঁর হুকুম অনুযায়ী সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সকলেই বাধ্য ও পরিকরবদ্ধ। অধিকন্তু এ বিষয়টি আকিদার মেরুদন্ডও বটে। অন্যথায় সে আকিদা হতে বহিস্কৃত, আল্লাহতে অবিশ্বাসী।[৯৯]

আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধের ব্যাপারেও জাতি-রাষ্ট্র সকলেই সমান, সবারই দায়িত্ব। অধিকন্তু এ বিষয়টি আকিদার আবেদন, শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সনদও বটে।[১০০] রাজা-প্রজা উভয়েই একে অপরের সহযোগী ও সহকর্মী। উভয়ের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

ইসলামিআকিদা ও পারস্পরিক সম্পর্ক :

ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি ইসলামি আকিদা মানুষের আত্মা ও আল্লাহর সেতু বন্ধন। এখানে বলে রাখি এ সকল সম্পর্ক এক অক্ষে এসে একত্রিত ও সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও তার এবাদত করা। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের অর্থ তার উপর ঈমান আনা, তার এবাদত করা। নিজ আত্মার সাথে সম্পর্কের অর্থ তাকে সংশোধন করা। আর তা সম্ভব হয় আল্লাহর উপর ঈমান, এবাদত এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কও পূর্ণতা পায়। সমস্ত সম্পর্ক এভাবেই এক-ই গ্রন্থিতে স্থাপিত হয়, যার নীতি নির্ধারক একমাত্র ইসলামিআকিদা তথা ঈমান। আর এভাবেই ঈমানের একটি শাখা আরেকটি শাখার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তিন. ভারসাম্য :

[৯৮] ليس لك من صلاتك إلا ما وعيت. (الحديث.......)

[৯৯] এরশাদ হচ্ছে- "যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, সে কাফের" (সূরা মায়েদাঃ ৪)
যে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করে না সে জালেম। (সূরা মায়েদাঃ ৫)
যে আল্লাহর বিধান মুতাবিক ফয়সালা করে না সে ফাসেক। (সূরা মায়েদাঃ ৭)

[১০০] এরশাদ হচ্ছে- "তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা কল্যাণের আদেশ করবে, অকল্যাণ হতে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

এই আকিদা দৈহিক-মানসিক, ইহকালীন-পরকালীন, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র যাবৎ কিছুর সমন্বিত আকিদা। অধিকন্তু এটি । সামগ্রিক বিবেচনায় ভারসাম্যপূর্ণও বটে। যা বিকশিত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভিন্ন স্তরে। যেমন:

১- শরীর-আত্মা বা বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ জগতদ্বয়ের মাঝে ভারসাম্য।

২- দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের মাঝে ভারসাম্য।

৩- তাকদীরের উপর বিশ্বাস এবং আসবাব নির্ভরতার মাঝে ভারসাম্য।

৪- রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের মাঝে ভারসাম্য।

এসব ক্ষেত্র ও তার বিষয়াদি নিয়ে আমরা সামান্য আলোকপাত করছি।

১- মানুষ একমুষ্টি মাটি ও আল্লাহর নির্দেশ তথা আত্মার সমষ্টি। উভয়ের মাঝখানে ইসলামি আকিদা ভারসাম্য রক্ষা করেছে। আমরা যদি একের প্রতি অপরের তুলনায় বেশিগুরুত্বারোপ করি তাহলে ভুল করব। জাহিলিয়্যাত তথা মূর্খতা সব সময় এক পক্ষ অবলম্বন করে, ভারসাম্য রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে। সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য সমাজ কায়িক ও দৈহিকতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। ফলে একদল দুনিয়াতে বসবাসের অযোগ্য, অপর দলটি মনুষ্য জীবন-যাপনের অনুপোযুক্ত- পশুত্বের মত জীবন-যাপন ও যৌনতায় লিপ্ত।

এ ক্ষেত্রে ইসলামি আকিদার বৈশিষ্ট্য উভয়ের মাঝখানে সঠিক ও নির্ভুল ভারসাম্য রক্ষা করা। একদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ আকিদা কর্মের ও এবাদতের ময়দানে দৈহিক জগত ও আত্মিক জগত উভয়কে সুষমভাবে সমন্বিত করে রেখেছে। অপর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ আকিদা উভয়কে পৃথক পৃথক ন্যায্য প্রাপ্যও প্রদান করেছে। মানবজাতিকে দৈহিকতায় ব্যস্ত রেখে আধ্যাতিকতা শূন্য করে দেয়নি- যেমন সমসাময়িক জাহিলিয়্যত ও মূর্খতা। আবার আধ্যাতিকতায় ব্যস্ত রেখে দৈহিক আবেদন নিঃশেষ করে দেয়নি- যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর বাণী : জেনে রেখো, আমি তোমাদের ভেতর আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক মান্য করি। তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি, নামাজ পড়ি, ঘুমাই, বিবাহ করি। (এ হলো আমার সুন্নত) যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার পক্ষের নয়।[১০১]
এভাবেই ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতা এ আকিদা কেন্দ্রিক কায়িক ও আধ্যাতিকতার সমন্বয়ে গড়ে উঠে।

২- ইসলামের একটি আবেদন অদৃশ্যের উপর ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান। তাই বলে পার্থিব জগত নিষ্ক্রিয় রাখতে বলেনি। বরং এ আকিদার মৌলিক বিষয়াদি শক্তভাবে আকড়ে ধরার জন্য পার্থিব জগতে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি গভীর দৃষ্টি প্রদানের আহবান করে। যার ফলে আল্লাহর প্রতি ঈমান হয় আরো দৃঢ়, আরো মজবুত। এ নীতির ফলেই ইসলাম সে সমস্ত কট্টরপন্থীদের নীতি ও আদর্শ হতে ভিন্ন যারা বলে আমরা আল্লাহর দর্শনে নিমগ্ন, আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির দর্শন আমাদের প্রয়োজন নেই। তদ্রুপ ইসলাম এমন আবেদনও করে না যে, অদৃশ্য জগত অগ্রাহ্য করে, দৃশ্য জগত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ আল্লাহ ও আখেরাত হতে বিমুখ হয়ে যাও। যেমন আধুনিক কালের সমসাময়িক মূর্খতা।

৩- ইসলাম দুনিয়া-আখেরাতের মাঝখানে কোনো পার্থক্য তৈরি করে না। বরং সে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং উভয়কে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করে। অন্যথায় মানবীয় উপলব্ধিতে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে। যার ফলশ্রুতিতে হয়তো দুনিয়ার কর্মব্যস্তায় ব্যাপৃত হবে কিংবা শুধু আখেরাতের আমলে আত্মনিয়োগ করবে। তখনই দেখা দিবে বিশৃঙ্খলা। রিযিক ও বিত্ত-বৈভবের সন্ধানে আস্তে আস্তে আখেরাত ভুলে দুনিয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে কিংবা দুনিয়ার সামগ্রী ও তার আবাদ হতে বিমুখ হয়ে আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে পরিত্যজ্য, আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহর বিধান : নেয়ামত দ্বারা আখেরাত অন্বেষণ করার সাথে সাথে

[১০১] (বুখারি - মুসলিম)

দুনিয়ার হিস্যা পরিত্যাগ না করা।[১০২] এ বিধান মতেই ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে দুনিয়া-আখেরাতের সমন্বয় নিশ্চিত করে সামনে অগ্রসর হয়। এবাদত কিংবা দুনিয়ার আবাদ কোনটাই অগ্রাহ্য বা মূল্যহীন জ্ঞান করে না।

৪- তাকদিরের উপর বিশ্বাস মুসলিম উপলব্ধিতে আসবাব নির্ভরতা ও তাকদিরের মাঝখানে ভারসাম্য তৈরি করে। অধিকন্তু তাকদির ইসলামি আকিদার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যও। তথাকথিত আল্লাহর উপর ভরসাকারীরা দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ত্যাগ করে অভাব-অনটন, রোগ-ব্যধি, অজ্ঞতা-মূর্খতা, অক্ষমতা ও অমর্যাদার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য (জাহিলিয়াত পূর্ণ) সমাজ আল্লাহ ও তাকদির বিমুখ হয়ে সম্পূর্ণ উপকরণ নির্ভর। যার ফলে বস্তুবাদী, চরিত্রশূন্যতা ও মানুষ্যত্বহীন হয়ে উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ, অস্থিরতা, স্বার্থপরতা, স্বদলপ্রীতি, স্বজাতপ্রীতি, অন্ধত্ম, হত্যা সর্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞে পর্যবসিত। কারণ এ সমাজ আল্লাহর স্মরণ এবং তাকদিরের বিশ্বাস জনিত শান্তি ও নিরাপত্তা বঞ্চিত।

ইসলাম বিপরীত মুখী দুই মেরুর মাঝখানে সুষম ভারসাম্য নিশ্চিত করে। সে জানে পার্থিব জগত এবং মানবীয় জীবন আল্লাহর নির্ধারিত বিধান মুতাবিক চালিত। তাই শুধু দুনিয়াবী উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলে, সে উপকরণ নির্ভর হয়ে পড়বে। কিন্তু না- তাকে এর সাথে সাথে আল্লাহ নির্ভর হতে হবে, স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তার নিকট প্রার্থনা করতে হবে। তবেই ভারসাম্য সৃষ্টি হবে, অর্থাৎ কাজও করবে-উপকরণও ধরবে এবং তাকদিরের উপর বিশ্বাসও রাখবে।

মুদ্দাকথা : মানবীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পরিধির মাঝখানে ভারসাম্য সৃষ্টিকারী একমাত্র ইসলামি আকিদা। এখানে দৈহিক বিবেচনা আত্মীক বিবেচনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। রাজনৈতিক চিন্তাধারা অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে না। তদ্রুপ অর্থনৈতিক চিন্তাধারা চারিত্রিক বিবেচনাকে বির্সজন দিতে পারে না। বরং সবাইকে আল্লাহ এবং তার নাজিলকৃত বিধানের অক্ষ ও গণ্ডির আওতায় এনে সবার মাঝে সমতার বিধান নিশ্চিত করে। ফলে মানবীয় সমস্ত আবেদন সমানভাবে সহবাস্থান করার সুযোগ লাভ করে।

ইসলামি আকিদার প্রভাব :

ইসালামিআকিদা : একটি পোষাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাতে উৎপাদন হয় বিচিত্র রং, বিভিন্ন সাইজ, হরেক ডিজাইন নিয়ে মনাবদেহের নিন্মাংশ, উর্ধ্বাংশের অভিজাত পোষাক, দেহাবরণ। যার ব্যবহারে মানুষ হয়ে উঠে রুচশীল, শালীন, মার্জিত, সামাজিক ও সভ্য। পোষাক বা দেহাবরণ প্রত্যাখ্যানকারী মানব প্রকৃতি বির্বজিত, রুচিহীন, অশালীন, অসামাজিক ও অসভ্য। তদ্রুপ ইসলামি আকিদা একজন মানুষকে উত্তম চরিত্র ভূষণে আবৃত, নন্দিত, সমাদৃত, সৃজনশীল করে তুলে। আরো করে তুলে মাতা-পিতার আনুগত্যশীল,[১০৩] বড়দের সাথে শ্রদ্ধাশীল, ছোটদের প্রতি স্নেহময়,[১০৪] পাড়াপ্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারকারী,[১০৫] বন্ধুবান্ধবদের বিশ্বস্ত,[১০৬] অপরে অধিকার ও হক আদায়ে অধিক যত্নশীল, নিজের অধিকারের জন্য নমনীয়।[১০৭] ক্ষমাশীল, উদার, পরপোকারী।[১০৮] এ আকিদার বাইরে লালিত ব্যক্তি স্বার্থপর, নির্দয়, অবাধ্য, দুষ্ট ও পাড়াপ্রতিবেশীর জন্য আতঙ্ক।

মুসলিম মিল্লাতের অনুসৃত ও বাস্তব জীবনে অনুশীলনকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার নিরিখে মানবীয় জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাবের উপর আমরা একটি মূল্যায়ন বা প্রতিবেদন তৈরী করতে পারি। মুসলিম জাতির জন্য মনোনীত দ্বীন তথা ইসলামের প্রতি আল্লাহর অপার কৃপা, তিনি এ

---

[১০২] এরশাদ হচ্ছে : "আল্লাহ তোমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তার দ্বারা তুমি আখেরাত অন্বেষণ কর। তবে দুনিয়ার স্বীয় হিস্যা ভুলে যেও না।" আল কাসাস:১৭৭।

[১০৩] "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নিদের্শ দিয়েছি।" সূরা লুকমান : (১৪)

[১০৪] " যে আমাদের ছোটদের রহম করে না, বড়দের সম্মান করে না। সে আমাদের অর্ন্তভুক্ত নয়। (সুত্র:.......)

[১০৫] "যার থেকে তার প্রতি বেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" বোখারি : (৬০১৬), মুসলিম : (৭৩)

[১০৬] "যে আমাদের ধোকাদেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" মুসলিম : (৫৪)

[১০৭] "তুমি বল না, আমি মানুষের সাথে, যদি তারা আমাদের সাথে ভাল ব্যাবহার করে আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করব, আর তারা আমাদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করলে আমিও তাদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করব, বরং নিজদের অভ্যস্ত কর, যদি তারা ভাল ব্যাবহার করে, তবুও ভাল ব্যাবহার করব, আর যদি তারা খারাপ ব্যাবহার করে তবুও আমি তাদের সাথে খারাপ ব্যাবহার করব। (সুত্র:......)

[১০৮] "যদি ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর, মাফ কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।" তাগাবুন : (১৪)

দ্বীনকে বাস্তব ময়দানে অনুসৃত একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস প্রদান করেছেন। যার ফলে এ আকিদা কিছু প্রতীকি আনুষ্ঠানিকতা আর ধারণা প্রসূত অবকাটামোয় সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ভর দেদীপ্যমান উপাখ্যান। মানব ইতিহাসে এ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এতটুকুই যতেষ্ট, যে "তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত।"[১০৯] কারণ এ জাতি তার জীবনে কোরআন বাস্ত বায়ন করেছে। মানুষিক সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য সাধ্যানুপাতে কোরআনের রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে। তাই মানবীয় জীবনে ইসলামি আকিদার প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য এ জাতির প্রথম প্রজন্ম, বিশেষ করে প্রথম ব্যক্তিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট। তবেই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এ আকিদার এক একটি মৌলনীতি ও আদর্শের প্রভাব ও ক্রিয়া।

ইসলামি আকিদার মূল ভিত্তি তাওহিদ : ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত মানবীয় জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী একমাত্র আদর্শ তাওহিদ। শর্ত এর আলোকে মানসিক চিন্তাধারা, আবেগ-অনুভূতি ও আচরণবিধির সুষ্ঠু পরিচালন। এ আকিদায় পরিতৃপ্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ ত্যাগ, যে পরিমাণ কষ্টসাধ্য কর্ম সম্পাদন করতে পারে, তা এ আকিদাশূন্য অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসলাম তার প্রথম যুগের অনুসারীদের দ্বারা যে বিরল দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সমগ্র মানব ইতিহাসে অদ্বিতীয়। যা শুধু আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী কিংবা ইতিহাসে জাজ্বল্যমান সীমিত কতক নামসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যদিও এ নামগুলোর মানব ইতিহাসে জুড়ি মেলা ভার। তদুপরি তাদের ভিন্ন হাজার হাজার ব্যক্তি ও উদাহরণ বিদ্যমান আছে, ইতিহাস যাদের লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম-অসমর্থ, অসম্পূর্ণ-অপর্যাপ্ত। তাই তো আমরা লক্ষ্য করি, ঐতিহাসিকগণ এ জাতির সমৃদ্ধ-বিক্ষিপ্ত দেদীপ্যমান ইতিহাস আদ্যপান্ত লিপিবদ্ধ করার স্বীয় অসার্মথ প্রত্যক্ষ করত শুধু ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে এক পর্বের শিরোনাম হতে অন্য পর্বের শিরোনাম আবিস্কার করছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে এ আকিদার উর্বর ভূমি হতে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অঙ্কুরিত হওয়াই স্বাভাবিক।

উদাহরণত : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য উৎর্সগিত সে সৈনিকের ব্যাপারটি আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবো? যে হাতে বিদ্যমান কয়েকটি খেজুর এ বলে নিক্ষেপ করেছিলো, এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাও দীর্ঘ হায়াত বৈকি? অতঃপর তা নিক্ষেপ করে শাহাদাতের অদম্য স্পৃহায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে, আর স্বর্গীয় সুধা পান করে সচল দেহ নিথর করে পার্থিব অধ্যায়ের ইতি টানে।

পারস্যের মোকাবেলায় সে যুদ্ধবাজ লড়াকুর মূল্যায়ন কিভাবে করবো, যে স্বীয় বর্ম পরিধান করলে সাথীরা তাতে ছিদ্র দেখে সাবধান করে দেয়, এবং পরিবর্তন করতে বলে । সে হেসে উত্তর দিল এ ছিদ্রজনিত আঘাতে মারা গেলে অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে সমাদৃত হব। কালক্ষেপন না করে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে সে। অকস্মাৎ ছিদ্র দিয়ে আঘাত হানে একটি তীর, ফলে সহাস্য বদনে চক্ষুশীতলকারী শাহাদাত আলীঙ্গন করে সে। এ উপলব্ধি নিয়ে- আল্লাহর নিকট সম্মানিত সে, যেহেতু তার মন স্বতঃস্ফুর্ত সায় দিয়েছে শাহাদাতে।

কিভাবে মূল্যায়ন করবো তাদের নজিরবিহীন পরোপকাররে মাহাত্ম? যারা সংগ্রহে রাখা সমস্ত খেজুর নিয়ে খেতে বসে, অতঃপর একজন মেহমান উপস্থিত হলে, বাতি নিভিয়ে দেয় এবং মেহমানের সামনে খেজুর পেশ করে, যাতে সে বুঝতে না পারে- এটুকুই তাদের সমস্ত খাদ্য, এবং যাতে খানা হতে বিরত না হয়।[১১০]

প্রতিটি ব্যাপারে এ ধরণের হাজারো উদাহরণ বিদ্যমান আছে, আর প্রত্যেকটি উপমাই এমন স্তরের যা মানব কৃতিত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

---

[১০৯] আলে-ইমরান : (১১০)

[১১০] তাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়- "যারা মুহাজির আনসারাদের পূর্বে মদিনায় বসতি স্থাপন করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" হাশর: ৯।

আমরা এখানে সীমিত কয়েকটি দফায় মুসলিম মিল্লাতের জীবনে এ আকিদার প্রভাব ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোকপাত করবো। অতঃপর এ আকিদা প্রত্যাখ্যানকারীদের জীবনেও এর প্রভাব সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করবো।

আল্লাহর ভয়-ভীতির গভীর উপলব্ধি এবং কিয়ামত দিনের ভাবনা : যার ফলে স্বীয় চাল-চলন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে, দায়িত্ববোধ ও মানব কল্যাণের চেতনা জাগ্রত হয়। উদাহরণত আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বায়তুলমাল হতে গ্রহণকৃত ভাতার ব্যাপারে প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে পারি। এবং তার প্রসিদ্ধ সে বাণী "যদি ইয়ামানের সানআতে কোন গাধার পা পিছলে যায়, তার ব্যাপারেও আমি জিজ্ঞাসিত হবো, কেন আমি তার রাস্তা সমতল করে দেইনি?" পেশ করতে পারি।

এ হলো ইসলামি আকিদায় সিঞ্চিত, পরিতৃপ্ত, এর সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত, এর রঙে রঙ্গিন মুসলিম জাতি হতে উৎসারিত, ইসলামি সামাজের উৎপাদিত যৎসামন্য স্মৃতি, কতক নমুনা। সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি- এ আকিদার দ্বারা সৎ-নীতিবান, আল্লাহ ভীরু ও মানবতার কল্যাণকামী মানুষ তৈরী হয়। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর একজন গোলাম বা আবেদ, যে স্বীয় কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, বোধ ও অনুভূতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে, তার নির্দেশ পালন করে। উচ্চারণ করে পূর্ণতৃপ্তি নিয়ে, "আমর নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু দুজাহানের প্রতিপালক-আল্লাহ তাআলার জন্য।"[১১১] জাগতিক চাহিদার উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী, প্রতিমা-দেবতার অর্ঘ্য-আরাধনা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর এবাদত-আনুগত্যে আত্মনিয়োগকারী এবং স্বীয় চাল-চলন, চিন্তা-গবেষণা ও পার্থিব জগতের উন্নয়নে বোধ-বুদ্ধির ভারসাম্যে যত্নশীল ব্যক্তিই আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পাথেয় বানাতে পারে।

সাধারণভাবে অমুসলিমদের উপর ইসলামি আকিদার প্রভাব :

যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ক্রুসেড ও অন্যান্য যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে পৈচাশিকতাপূর্ণ নগ্ন আঘাত হেনেছে। সে ইউরোপের ইসলাম ও মুসলমান হতে শিক্ষনীয় কতক বিষয় উল্লেখ করছি।

মধ্যযোগীয় পতনোম্মুখ ইউরোপ আর্ন্তজাতিক নিয়ম-নীতি হতে সম্পূর্ণ অক্ষতায় বাস করছিল। যার সরকার ও পুরোহিতগণ আপ্রান চেষ্টায় নিরত ছিল– কিভাবে ক্ষমতাধর রাজত্ব মানুষের আত্মা ও অন্তরে সমহিমায় বিদ্যমান রাখা যায়। তাদের রাজ্যগুলো ছিল প্রাদেশিক কেন্দ্রিক, খণ্ড-বিখণ্ড ও মিলন সূত্রহীন। যদিও সম্পূর্ণটাই খৃষ্টরাজ্য ছিল। কারণ প্রাদেশিক সরকার তার রাজত্বে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রীয়, বিচার-বিভাগীয় আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়নসহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

আরেকটি বাস্তবাতা হচ্ছে:- পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ও দাপটের যাঁতাকলে মানুষের অন্তরাত্মা, চিন্তা-চেতানাকে দাসত্বে আবদ্ধ রেখেছিল। অবৈধভাবে মানুষের শ্রম ও সম্পদ কুখ্যিগত করছিল।[১১২] এ অবস্থার এক পর্যায়ে এসে ইউরোপ ইসলামের মুখোমুখী হয় সার্বিকভাবে। কখনো সন্ধ্যি চুক্তির বিনিময়ে : যেমন মুসলিম স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সিসিল দ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সাথে। কখনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে: যেমন প্রায় দুই যুগ ধরে ক্রুসেড যুদ্ধ। এ শান্তি চুক্তি ও যুদ্ধের বাস্তবতায় ইউরোপ ইসলামের মখোমুখী হয়ে যে শিক্ষা অর্জন করেছে, যেভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তার সামান্য নমুনা নিম্নে পেশ করলাম:–

১. ইউরোপ পুর্ণাঙ্গ ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে এবং সাইন্টেফিক গবেষণায় ইসলামের প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। যার উপর ভিত্তি করেই তাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার উৎপত্তি।

২. ইসলামি ঐক্যবদ্ধতার নীতি অনুসরণ তথা খেলাফত পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা এক বাঁধনে আবদ্ধ, এক সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত। তবে তা বিশ্বাস বা আকিদার উপর নির্ভরশীল করে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কারণ তাদের আকিদা ভ্রান্ত-বিক্রিত, পৌরিহতরা অন্যায় প্রবন-দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে

[১১১] (সূরা আনআম- ১৬২-১৬৩)

[১১২] পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য: "হে ঈমানদারগণ, অধিকাংশ পোপ ও পুরোহিতগণ অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে, আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে। এবং যারা স্বর্ণ-রোপা পুঞ্জিভুত করে– আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শান্তির সুসংবাদ দিন।" তওবা:৩৪।

জাতীয়তার রূপায়নে তাদের ঐক্যের ভিত্তি রাখে। অদ্যাবধি সে নীতির উপর-ই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ চলমান।

৩. কার্লফন, মার্টিন লুসার ও অন্যান্যরা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে আকিদা ও গীর্জার ভ্রান্তমতবাদ ও বিকৃত সিদ্ধান্তের সংস্করণ চেষ্টা করেন। তবে ভারসাম্যহীনতা ও অশ্লীলতায় আচ্ছন্ন বিশৃংখলার ভেতর কিঞ্চিত মাত্র সাফল্য লাভ হয়। কারণ পরিশুদ্ধকরণ ও ভারসাম্য সমৃদ্ধ করণের মূল চাবিকাঠি ইসলামকে তারা প্রথমেই পরিত্যাগ করেছে।

৪. ইসলামি বিদ্যাপিঠের নিয়ম পদ্ধতি সংগ্রহ করে এবং তার অবকাঠামোর উপর তারা নিজস্ব বিদ্যাপিঠগুলোর রূপরেখা তৈরী করে।

৫. অশ্বারোহণ বিদ্যার প্রচলন। মুসলমানদের বিচক্ষণতা, দুঃসাহসিকতা, আদর্শ গ্রহণে যথাসাধ্য প্রায়াস।

৬. শাসক শ্রেনীর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সংবিধান রচনার সূত্রপাত। বরং অধিকাংশ মূলনীতি তারা ইসলামি ফিকহ হতে গ্রহণ করে। যেমন ফ্রান্সের নগরায়নের অধিকাংশ বিধান-পদ্ধতি মালেকি ফিকহ হতে সংকলিত হওয়া এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। কারণ, উত্তর আফ্রিকায় প্রসারিত মালেকি মাজহাব-ই তাদের সবচে' নিকটবর্তী ছিল।

৭. ইসলামি নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্য পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ধর্মীয় কিংবা সাধারণ সব প্রাসাদে তার হুবহু অনুকরণ। সর্বত ভাবেই তারা প্রভাবান্বিত হয় ইসলামি নিখুঁত পদ্ধতির মাধ্যমে। তার ক্ষুদ্র একটি উদাহরণ:- ঘরে বাথরুমরের অর্ন্তভুক্তি। গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা। মুসলমানের সংস্পর্শে আসার আগে ইউরোপ কোনে দিন এ অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়নি।

৮. ভৌগলিক রুপরেখা: ইসলামি মানচিত্রের মাধ্যমে তারা প্রচুর উপকৃত হয়। সে অনুপাতে মানচিত্রের ত্বরিত উন্নতির ব্যাপারে তারা ভূমিকা রাখে।

৯. সারসংক্ষেপ: ইউরোপ তার বর্তমান প্রগতি ও উন্নতির মূল রসদ গ্রহণ করেছে ইসলাম হতে। যদিও বর্তমান যুগে এসে ইসলাম ও মুসলমানের সক্রিয় প্রভাব তাদের জীবনে জড়তায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বজনপ্রীতি ও স্বজাতপ্রীতির অন্ধত্বে দূরে নিক্ষেপ করেছে ইসলাম।

বর্তমান যুগে আমাদের চার পাশের ইসলামি বিশ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর কোনো সঠিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে কী ইসলামি আকিদা স্বীয় ঐতিহ্য ও কার্যকারিতা শূন্য হয়ে গেল? না, কখনো নয়। ইসলাম কোনো অংশে তার কর্মক্ষমতা হারায়নি। কারণ এটা কার্যকর ও সক্রিয় আল্লাহ তাআলার জীবন বিধান। যার মাধ্যমে সরাসরি মানব জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয়। নির্ভুল ও পরিশুদ্ধভাবে স্বীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। তবে মূল ব্যাপার হল: এ আকিদা তখই কাজ করবে যখন মানুষ স্বীয় শরীর ও বাস্তব জীবনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।[১১৩] এটাই আল্লাহর বিধান– যার কোন পরিবর্তন নেই। মানুষের প্রচেষ্টা ব্যতীত, ফলপ্রসূ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা ছাড়া, কখনো মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হবে না। মানুষের জীবন অধ্যায় পরিচালনার জন্য ইসলামি আকিদার চালিকা শক্তির মত অন্য কোনো চালিকা শক্তি নেই। কিন্তু সে তাকে-ই পরিচালনা করবে, যে ইসলামকে আলিঙ্গন করবে, তার প্রতি মননিবেশ করবে এবং বাস্তব জীবনে তার বাস্তবায়নের জন্য জীবন-মরণ পণ করবে।

উদাহরণত: মনে করুন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। সর্বদাই কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তার যদি কোনো সংযোগ দানকারী না থাকে, তবে কি উপকারে আসবে ?

অথবা মনে করি সে সক্রিয়। কিন্তু কেউ যদি তার থেকে শক্তি সঞ্চয় না করে তবে কি লাভ হবে? আমরা কি বলব– বিদ্যুৎ প্রভাব শূন্য হয়ে গেছে ? না-কি বলব– মানুষ তার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে ?

এ হলো ইসলামি আকিদার উদাহরণ– বাস্তব ময়দানে ইসলামি মৌলিকত্ব শূন্য নাম স্বর্বস্ব মুসলমানের ক্ষেত্রে। যে ইসলাম দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের বাহক। কিন্তু তারা সে ইসলামকে প্রয়োগ করে

[১১৩] পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হচ্ছে: "আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"রাদ:১১।

না। তার প্রতি ধাবিত হয় না। ফলে তাদের জীবন পতনোম্মুখ। আবার কখনো এর থেকে উত্তরণের চিন্তা করলেও সত্যিকারার্থে ত্রাণকর্তার দিকে দৃষ্টি দেয় না। বরং যে পতন ত্বরান্বিত ও গভীর করবে– তার প্রতি-ই ধাবিত হয়।

মুসলমানের সময় এসেছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের এবং তার পছন্দকৃত ইসলামের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের। তাদের সময় এসেছে বাস্তব ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার। শয়তান আছরকৃত ব্যক্তির ন্যায় এদিক-সেদিক ঘোরা-ফিরা ছেড়ে, ইসলাম থেকেই জীবনের সঠিক রূপ রেখা গ্রহণ করা– যার নীতি নির্ভর হয়ে এগুবে অভীষ্টলক্ষের দিকে।

তবে মুসলিম যুবকদের ভেতর ইসলামি পুনঃজাগরণের যে আন্দোলন দুনিয়া-জুড়ে বিরাজ করছে– অদূর ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি শুভ সংবাদ। যদিও এ ভবিষ্যত প্রচুর ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কোরবানির দাবিদার।

তবে যারা দ্বীন পরিত্যাগ করেছে কিংবা দ্বীন থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করে নিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের উপর প্রয়োগ হবে আল্লাহর অশনি সংকেত।[১১৪]

পক্ষান্তরে যারা এ দ্বীন আকড়ে আছে, এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে, তারা অতি সত্বর আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করবে। তারাই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করবে। যেমন কর্তৃত্ব করেছিল তাদের পূর্ববর্তীগণ। তিনিই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্ম। এবং ভয়-ভীতির উর্ধ্বে দান করবেন শান্তি।[১১৫]

[১১৪] এরশাদ হচ্ছে- "যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতির সৃষ্টি করবেন যারা তোমাদের মত হবে না।" মুহাম্মদ : ৩৮।

[১১৫] পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হচ্ছে– "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদেরপূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না।" নূর:৫৫।